গানের কথা

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান

অনেক দূরের ঐ যে আকাশ নীল হলো	
অসময়ে নেমে বরষা দিয়েছে আমার মুখ রেখে	
আকাশের অস্তরাগে আমারই স্বপ্ন জাগে	
আজ, কৃষ্ণচূড়ার আবীর নিয়ে আকাশ খেলে হোলি	
আজ কেন ও চোখে লাজ কেন মিলন সাজ যেন বিফলে যায়	
আজ চঞ্চল মন যদি মৌমাছি হয়ে চায় ক্ষতি কি ?	
আমার জীবনে নেই আলো আছে আলেয়ার হাতছানি	
আমার ভষ্ম ছড়িয়ে দিওনা বিন্ধ্য বা হিমাচলে	
আমার মনে নেই মন, কি হবে আমার জানিনা সে কোথায় আছে	
আমারে লয়ে কি খেলা খেলিছ, প্রতিটি পিয়াসী ক্ষণ	
আমি চাই ছোট্ট একটি বাসা আর তোমার ভালবাসা	
আমি তার ছলনায় ভুলবো না, কাজ নেই আর আমার ভালবেসে	
আমি তো তোমারই কাছে রয়েছি–যদি কোন দিন কোন শ্রাবণের নিশিতে	
আমি তোমারে ভালবেসেছি, চিরসাথী হয়ে এসেছি	
আমি যে জলসাঘরে বেলোয়াড়ী ঝাড়	
আমি লুকাতে পারিনি অশ্রুলেখা তোমার মুখের পানে চেয়ে	
আমি স্বপ্নে তোমায় দেখেছি মোর নিশীথ বাসর শয্যায়	
আর যে পারি না সহিতে সীমাহীন পথে ক্লান্তি	
আর ডেকো না সেই মধু নামে যাবার লগনে	
আরও কিছু রাত তুমি জাগতে যদি দেখতে গো সব তারা জ্বলছে	
আহত পাখী কি করে গাহিবে গান তার বুকের রুধিরে দিন হোলো	
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে	
উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে,	
এ গানে প্রজাপতি পাখায় পাখায় রঙ ছড়ায়	
এ মধুরাত শুধু ফুল পাপিয়ার	
এ রাত বড় নিলাজ সয়না দেরী সয়না ----হো----হো লুটে নাও	
এ রাতের নাই তুলনা কখনো বা গন্ধে, কখনো আনন্দে	
এ শুধু গানের দিন এ লগন গান শোনাবার	
এই গান গাওয়া মোর নয় গো অকারণে যেন স্বপ্ন আমার সফল হবে এই যে শুভক্ষণ।।	

এই ফাগুনে ডাক দিলে কে, ও আমার স্বপ্ন - আবেশে ভরা মন নিলো যে	
এই তো আমার প্রথম ফাগুন বেলা	
এই ভাল আছি বেশ একলা ডেকো না, না, না, না, না,	
একটি ছোট্ট দ্বীপ সমুদ্রে ঘেরা চারিধার যেখানে শব্দ শুধু অশান্ত ঝড়ের	
ও কথা বলবো না শুনবো না রে – ভুলেছি সব গিয়ে বলিস তারে	
ও নিরুপম সুন্দর মন তুমি আছ নয়নে	
ও নীল নীল পাখী, কেন যাস ডাকাডাকি	
ও বক্ বক্ বকম্ বকম্ পায়রা তোদের রকম সকম দেখে	
ওগো মোর গীতিময়, মনে নাই সে কি মনে নাই	
ওগো সিঁদুর রাঙা মেঘ! কি দেখছ যমুনায়? রাই আমাদের করছে সিনান	
ওরে আয় ওরে আয় ওরে আয়	
ওরে সকল সোনা মলিন হোলো কালো সোনার চেয়ে	
কথা না বলে যেওনা, যেওনা যেওনা চলে, কথা না বলে	
কাঞ্চন কাঞ্চন পাহাড়ে, আহা রে বাহারে পলাশ লালে লাল	
কি মিষ্টি দেখ মিষ্টি কি মিষ্টি এ সকাল	
কিছু আর কহিব না গো প্রিয় শুধু স্মরণ পাথেয় করে লব	
কিছু খুশী কিছু নেশা ভরা এই সুন্দর আলো ঝরা বেলাতে	
কিছুক্ষণ আরও না হয় রহিতে কাছে	
কে তুমি আমারে ডাকো অলখে লুকায়ে থাকো	
কে প্রথম চাঁদে গেছে বলতো নাম--- নীল আমর্ষ্ট্রং আমর্ষ্ট্রং	
কেন এ হৃদয় চঞ্চল হল কে যেন ডাকে বারে বারে	
কোনো কথা না বলে গান গাওয়ার ছলে এই যে সুরের সাথী জুটলো	
গভীর রাতে জাগি খুঁজি তোমায় (নজরুলগীতি)	
গহন রাতি ঘনায় জানি না যাব কোথায়, নিভে গেছে বাতি	
গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু আজ স্বপ্ন ছাড়াতে চায়	
গোধূলিবেলায় – কি জানি কখন হারালো যে মন খেয়ালী খেলায়	
ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা এই মাধবী রাত	
চন্দন পালঙ্কে শুয়ে একা একা কি হবে	
চম্পা চামেলী গোলপেরই বাগে	

BANGLADARSHAN.COM

চরণ ফেলিও ধীরে ধীরে প্রিয় আমারও সমাধি পরে	
চৈতী ফুলের কি বাঁধিস রাঙা রাখী	
চোখে চোখে কথা কও মুখে কেন বল না	
চোখের জলে যদি হয় ছোট্ট নদী ভাসিয়ে দিতাম তরী তোমায় স্মরণ করি	
জলতরঙ্গ বাজে আনমনা সাজে, কেন যেন হলো না যে কলস ভরা	
জানিনা ফুরাবে কবে এ পথ চাওয়া	
ঝরা পাতা ঝড়কে ডাকে, বলে তুমি নাও আমাকে	
ঠুন ঠুন কাঁকনে যে কি সুর বাজে রে	
ডেকোনা বাঁশীতে শ্যাম ধরি দুটি পায়, জল নিতে যাবো আর নেই যে উপায়	
তারা ঝিলমিল স্বপ্ন মিছিল ঘুমে ঢুল ঢুল-ঢুল চম্পকছায় অলি জাগলো	
তীর বেঁধা পাখী আর গাইবে না গান	
তুমি আমার চিরদিনের সুর, আমি তোমার চিরদিনের	
তুমি কত সুন্দর কে আমারে বলে যায়---	
তুমি তো জানোনা আমার এ হাসিতে কত ব্যথা ঢেকে রেখেছি	
তুমি না হয় রহিতে কাছে, কিছুক্ষণ আরো না হয় রহিতে কাছে	
থই থই শাওন এল ওই শাওন এল ওই।	
দিন নেই ক্ষণ নেই এখন তখন নেই দূর থেকে সুর আনে হাওয়া	
নতুন গানের রঙিন খামে পাঠিয়ে দিলাম তোমার নামে	
নতুন সূর্য আলো দাও আলো দাও	
ননদিনী বোলো নগরে প্রতি ঘরে ঘরে ওগো ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী	
নয়ন মোহন শ্যাম নয়ন ছাড়িয়া মোর এস বঁধু থাকো এ পরাণে।	
নানা দেশ ঘুরে যেখানেই গান গেয়েছি	
নি সা গা মা পা নি সা রে গা, গা, গারে পাখি গা সোনার শিকল	
নেব না সোনার চাঁপা কণকচাঁপা ফেলে	
পথ ছাড় ওগো শ্যাম কথা রাখ মোর	
পাখি আর ফুল বলে কে তুমি কে গো তুমি	
পাখী জানে ফুল কেন ফোটে গো ফুল জানে পাখী কেন গান গায়	
পিয়া পিয়া পিয়া কে ডাকে আমারে মায়াময় এই মধু সন্ধ্যায়	
প্রজাপতি মন আমার পাখায় পাখায় রঙ ছড়ায়	

প্রভুজী, প্রভুজী, প্রভুজী তুমি দাও দরশন	
প্রেম তো জীবনে একবারই আসে হায় একই ফুল কভু যায় কি গো রাখা দুটি দেবতার পায়	
ফাগুনের ডাক এলো যে তারই সাড়া পাই আমি তারই সাড়া পাই	
ফুলে ঢাকা পাখী ডাকা সকালটা, এই তুলি দিয়ে রঙ করা সকালটা	
ফুলের কানে ভ্রমর আনে স্বপ্ন ভরা সম্ভাষণ	
বন্ধু তোমার হৃদয় দোলানো গানে গো হিয়া দোলে	
বাউরি হয়েছে আজ শ্রীরাধা	
বাঁধো ঝুলনা তমাল বনে এসো দুলি দুজনায়	
বাঁশী বাজবে না কেন রাধা নাচবে না কেন	
বাঃ ছড়াটাতো বেশ, তারপরে কি ? এইটুকুতেই মন ভরে কি	
মধু মালতী ডাকে আয় ফুল ফাগুনের এ খেলায়	
মধু স্বপ্নে গড়া এক নতুন দেশে যদি যাই হারিয়ে	
মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদমতলীতে	
মরমী গো আজ মনের কথাটি বল না এ স্মৃতি ভুলোনা এ মালা খুলোনা	
মাটির প্রদীপ রয় যে চেয়ে নীল গগনে	
মানসী সেজেছি আমি মরমিয়া তুমি আসবে	
মানুষের মনে ভোর হোলো আজ অরুণ গগনতল	
মায়াবতী মেঘে এল তন্দ্রা	
মোর গান গুণগুণ ভ্রমরের মিঠে বোল	
মোর ভীরু সে কৃষ্ণকলি কেন ফুটিয়া ঝরিতে চায় রে	
যদি কাঁদতে পারতাম তবে একটা বর্ষা হয়ে যেত	
যদি চাঁদ আর সূর্য্য একই সাথে ওঠে কে কার তুলনা হবে বলো	
যদি নাম ধরে তারে ডাকি, কেন সবুজ পাতারা যে সাড়া দেয়	
যদি ভুল করেই ভুল মধুর হলো মন কেন মানে না।	
যমুনা কিনারে রাত আঁধারে কার বাঁশি যেন ডাকে আমারে	
রাগ যে আরও মিষ্টি তোমার অনুরাগের চেয়ে	
রিনিঝিনি কিঙ্কিনি লাজে বাজে কে যায়	
রিম ঝিম ঝিম ধ্বনি শুনি কার পায়, কে যায়	
রুম ঝুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম ঝুম নূপুর পায়ে কে যায়	

শোন সখী বাঁশী কেন রাধা নামে ডাকে	
সজনী গো কথা শোন যমুনা কুলুকুলু বহে না কেন?	
সজনী গো সজনী দিন রজনী কাটে না যা সখি বল তারে সে ঘাটে যেন	
সবার চেয়ে দামি জানি যা পেয়েছি আমি	
হয়তো কিছুই নাহি পাব, তবুও তোমায় আমি দূর হতে	

BANGODARSHAN.COM

অনেক দূরের ঐ যে আকাশ নীল হলো,
আজ তোমার সাথে আমার আঁখির মিল হলো।
কৃষ্ণচূড়ার মতন এমন অনুরাগে লাল
আজ খেয়ালখুশির ময়ূরপঙ্খী উড়িয়ে দিল পাল।

আজ আলাপনে মিষ্টি কথার আলিম্পনা এঁকে
ফুরিয়ে যাবে প্রহরগুলো তোমায় আমায় দেখে।
আজ কুহুর গানে দুঁহুর প্রাণের সুর যে খোঁজে তাল।

বেশ লাগে এই সীমার বাঁধন ছাড়িয়ে যেতে,
তাই আজ দু'জনে চাই যে শুধু হারিয়ে যেতে।

আজ এ গান আমার দোল দোলানো প্রজাপতির পাখা,
রামধনুকের সাতটি রঙের স্বপ্ন যেন আঁকা।
আজ ফাগুনে ওই আগুন ছড়ায় পলাশেরই ডাল।

অসময়ে নেমে বরষা দিয়েছে আমার মুখ রেখে,
নাহলে সবাই আড়ালে হাসতো অশনি দেখে।

ওরা পারে না সইতে, সইতে পারে না আমাকে
সইতে তোমার ভালোবাসাকে।
লুটালে ধুলায় গরব, খুশি ওরা হবে সব থেকে।

যাকে কেউ কখনো না কখনো
কোনোদিন ভালোবাসেনি –
এমনও তো চোখে আসেনি।

তবে কিসেরই কারণে কে জানে আমারই বেলা যে
দীর্ঘশ্বাস ওদের ফেলা যে।
কেন বা লুকিয়ে আমি যা পেলাম রাখবো তা ঢেকে।

BANGLADARSHAN.COM

আকাশের অন্তরাগে আমারই স্বপ্ন জাগে।
তাই কি হৃদয়ে দোলা লাগে, দোলা লাগে।

আজ কান পেতে শুনেছি আমি
মাধবীর কানে কানে কহিছে ভ্রমর
আমি তোমারই, আমি তোমারই।
সেই সুরে স্বপ্নের মায়াজাল বুনেছি আমি,
মনে হয় এ লগন আসেনি আগে, আসেনি আগে।

এবার বুঝেছি আমি চাঁদ কেন
চেয়ে থাকে সরসীর পানে
আমি যে তোমারই ওগো
বলে কানে কানে।

শুধু কান পেতে শুনেছি আমি
সাগরের কানে কানে তটিনী বলে
আমি তোমারই, আমি তোমারই।
কি আশায় তিয়াসায় দিন শুধু গুনেছি আমি,
বাতাসের বাঁশি বাজে কি অনুরাগে
কি অনুরাগে।

BANGLADARSHAN.COM

আজ, কৃষ্ণচূড়ার আবীর নিয়ে আকাশ খেলে হোলি।
কেউ জানে না সে কোন কথা
মনকে আমি বলি।

মনের কথা মন যদি কয় মনে মনে
সেই, কথার মায়া জড়ায় কেন নয়ন কোণে।
আহা, কিছু শুনি কিছু ভাবি নতুন পথে চলি।

এই সুর-বলাকা মেলে পাখা আপন অনুরাগে
কেন সে মানে না সুদূর তাকে ডাক দিয়েছে আগে।
কত যে ডাক ডেকেই চলে পায় না সাড়া।
আহা দেখা পেয়েও কত দেখা যে দিশাহারা।
তবু নদীর চোখে সাগর আঁকে
সাধের জলাঞ্জলি।

আজ কেন ও চোখে লাজ কেন
মিলন সাজ যেন বিফলে যায়।
মন যেন ফুলের বন যেন
আঁখির কোন যেন তোমারে চায়।
আজ কেন ও চোখে লাজ কেন
মিলন সাজ যেন বিফলে যায়।

গান আসে ব্যাকুল প্রাণ হাসে
সুরের বান আসে দখিন বায়।
চাঁদ ওঠে ঘুমোন ফুল ফোটে
অলির ঝাঁক জোটে বনের ছায়।

BANGLADARSHAN.COM

মন যেন ফুলের বন যেন
আঁখির কোন যেন তোমারে চায়।
আজ কেন ও চোখে লাজ কেন
মিলন সাজ যেন বিফলে যায়।

পিয়াসে মিলন তিয়াসে
জীবনে কি আসে এমন ক্ষণ,
খেয়ালে, প্রেমের দেয়ালী জ্বেলেছে
খেয়ালী তোমারই মন।
পিয়াসে মিলন তিয়াসে
জীবনে কি আসে এমন ক্ষণ।

কাল গুণে স্বপন জাল বুনে
পেয়েছি ফাল্গুনে আজি তোমায়।
এ আমি একি গো সেই আমি
আমাতে নেই আমি জেনো কোথায়।
মন যেন ফুলের বন যেন
আঁখির কোণ যেন তোমারে চায়।
আজ কেন ও চোখে লাজ কেন
মিলন সাজ যেন বিফলে যায়।
মন যেন ফুলের বন যেন
আঁখির কোন যেন তোমারে চায়।
আজ কেন ও চোখে লাজ কেন
মিলন সাজ যেন বিফলে যায়।

BANGODARSHAN.COM

আজ চঞ্চল মন যদি মৌমাছি হয়ে চায় ক্ষতি কি?
গুণ গুণ সুরে যদি সারারাত গান গায় ক্ষতি কি?

সেই সুরে ফোটে ফুল ফুটুক না সেই গানে ওঠে চাঁদ উঠুক না
যদি স্বপ্নে এ দুটি আঁখি ভরে যেতে চায় ক্ষতি কি?

এই রাতে জোনাকী যত জ্বলুক না সেই সাথে হাওয়া কথা বলুক না
এই মন যদি মন থেকে আজ ছুটি পায় ক্ষতি কি?

আমার জীবনে নেই আলো আছে আলেয়ারই হাতছানি।
বলিতে পারি না মুখে কিছু আমারে বোঝ না তাও জানি।

ঝরে যাওয়া মালা শুধু জানে গো কি যে ব্যথা বাজে এই প্রাণে গো।
যে প্রদীপ নিভে যায় আঁধারে সে যে আমারই ভাগ্য নেয় মানি।

সম্মুখের পথে ওগো চলিতে যে ছায়া পিছনে তুমি ফেলে যাও,
তারই মাঝে মিশে আমি থাকি গো তাই আমারে দেখিতে তুমি নাহি পাও।
যে স্রোত নদীতে ওই বয়ে যায় তার দুটি তটে দুটি কূল আছে হায়।
সেই স্রোত কার মন রাখে গো তারে দুটি কূল নিতে চায় টানি।

আমার ভস্ম ছড়িয়ে দিওনা বিন্ধ্য বা হিমাচলে
ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, যমুনা উদার বনাঞ্চলে
অথবা সাগর জলে নীল সাগরের জলে।

BANGOBASHAN.COM

যে পথে মানুষ যায় পায়ে হেঁটে
ঘরে ফিরে আসে সারাদিন খেটে
আমার ভস্ম ধুলো হয়ে থাক তাদের চরণ তলে।

এক মুঠো রোদ ছুঁড়ে দিয়ে রবি কখনো লুকায় মেঘে
তেমনই আমার এই কটি গান ঘুমাক নিমেষে জেগে।
বুক ভরা যত আশা ভালবাসা দিল যত সুর যতটুকু ভাষা।
যাদের প্রেরণা ছিল তার পিছে আমিও তাদেরই দলে।

আমার মনে নেই মন, কি হবে আমার
জানি না সে কোথায় আছে সাথী হয়ে কার।
মনে নেই মন, কি হবে আমার
জানি না সে কোথায় আছে সাথী হয়ে কার।

আহা একে তার অবুঝ সে মন
লাগছে তার সে ব্যথা
তার উপর কয়না কথা
মন ছাড়া কেউ বোঝে না
কোন ভাষা তার।
আমার মনে নেই মন, কি হবে আমার
জানি না সে কোথায় আছে সাথী হয়ে কার।
মনে নেই মন –

যদি সে দিশা হারায়, নিজেকে খুঁজে না পায় ---২
তবে কি হবে?
যদি ভাল বা মন্দ কিছু হয় তার বিপদ ঘটে, কোন কলঙ্ক রটে ---২
যদি সে অন্য মনে খবর পাঠায়।
আমার মনে নেই মন, কি হবে আমার
জানি না সে কোথায় আছে সাথী হয়ে কার।

BANGLADARSHAN.COM

মনে নেই মন, – আমার মনে নেই মন।

আমারে লয়ে কি খেলা খেলিছ, প্রতিটি পিয়াসী ক্ষণ।
হে গোপন তুমি মোর অশ্রু জলের ধন।

আজিকে শ্রাবণ কাঁদে গহন রিক্ত রাতে,
সুরের অতীত কোন সুরে বাজে, তোমার বীণার আলাপন।
হে গোপন তুমি মোর অশ্রু জলের ধন।

জানি তবু প্রেম অসীম ক্ষমায় আমারে ক্ষমে,
চিত্ত আমার তোমারে যে প্রণমে।
বাঁধিয়া অলখ ডোরে, কেন রাখ দুরে মোরে?
কেন তোমার প্রাণের বিরহের জাগাও আমার প্রাণের আলোড়ন।
হে গোপন তুমি মোর অশ্রু জলের ধন।

আমি চাই ছোট্ট একটি বাসা
আর তোমার ভালবাসা।
আমি চাই ছোট্ট একটি বাসা
আর তোমার ভালবাসা।
স্বপ্ন মোহের অবদহে সেই তো আমার আশা।

BANGODARSHAN.COM

আমি চাই ছোট্ট একটি বাসা
আর তোমার ভালবাসা।

শুধু যেন পাখীর কূজন
সারাবেলা শুনব দুজন।
কত ভাবে রাগে ভরা
কত কি চোখের ভাষা।
আর কিছু চাই না।
আমি চাই ছোট্ট একটি বাসা
আর তোমার ভালবাসা।
স্বপ্ন মোহের অবদহে সেই তো আমার আশা।
আমি চাই ছোট্ট একটি বাসা
আর তোমার ভালবাসা।

শুনে কোন ভ্রমর বঁধুর
হবে মন কতই মধু।
তারই সুরে মিশে যাবে
জীবনের কাঁদা হাসা।
শুনে কোন ভ্রমর বঁধুর
হবে মন কতই মধু।
তারই সুরে মিশে যাবে
জীবনের কাঁদা হাসা।
আর কিছু চাই না।
আমি চাই ছোট্ট একটি বাসা
আর তোমার ভালবাসা।
স্বপ্ন মোহের অবদহে সেই তো আমার আশা।
আমি চাই ছোট্ট একটি বাসা
আর তোমার ভালবাসা।

BANGLADARS.COM

আমি তার ছলনায় ভুলবো না
কাজ নেই আর আমার ভালবেসে।
চোখে জল নিয়ে দিন গুণবো না
কাজ নেই আর আমার ভালবেসে।

পোড়া মন জ্বালাতন করে যা করুক,
লোক লাজ ভয়ে টলবো না
ক্ষমা করো, বলে সাধে যে সাধুক
আমি মিষ্টি কথায় গলব না।
অজুহাত কোনো আর শুনবো না
কাজ নেই আর আমার ভালবেসে।

ভেঙে যায় যদি মন কাঁচেরই মতন,
জোড়া দিলেও দাগ ঘুচবে না।
কপালের যা লিখন থাকে আজীবন
শত চেষ্টাতেও মুছবে না।
সোজা পথ ছাড়া আর চলবো না,
কাজ নেই আর আমার ভালোবেসে।

আমি তো তোমারই কাছে রয়েছি –
যদি কোন দিন কোন শ্রাবণের নিশীথে
ঘুম ভেঙে মনে পড়ে আমারে,
জেনো আমি তো তোমারই কাছে রয়েছি।

BANGOPARISHAN.COM

যদি কোন দিন কোন শ্রাবণের নিশীথে –

যুথী মালতীর মৃদু সুবাসে
ঝরা বাদলের গানে যে কাছে আসে;
সে যেন আমি আসি তোমারই হয়ে
চুপি চুপি আমি কথা কয়েছি।
আমি তো তোমারই কাছে রয়েছি –
যদি কোন দিন কোন শ্রাবণের নিশীথে –

ফেলে আসা তিথি যদি দোলা দিয়ে যায় গোপনে
ব্যথা লয়ে সেই স্মৃতি তখন পড়ে না যেন মনে।

মনে রেখ এই শুধু মিনতি,
তোমারে যে দিয়েছিনু আমার প্রীতি।
সে যেন আমার বুকে ফুলের মত
অনুরাগে নিশিদিন বয়েছি।
আমি তো তোমারই কাছে রয়েছি –
যদি কোন দিন কোন শ্রাবণের নিশীথে –

আমি তোমারে ভালবেসেছি, চিরসাথী হয়ে এসেছি।
এ লগন পূর্ণ যে তোমাতে, শুভরাত জানে না গো পোহাতে।
তোমারই ব্যথায় কেঁদেছি যে হায়, তোমারই হাসিতে হেসেছি।

তোমার কানে কানে দুটি কথা তাই শুধু বলব।
ভালবাসি, ভালবাসি।
প্রণয়ের নীলাকাশে দুটি তারা হয়ে মোরা জ্বলব।
ভালবাসি, ভালবাসি।

BANGLADARSHAN.COM

পৃথিবীকে তাই বলি বারে বার
মোর চেয়ে সুখী কে গো আছে আর
বহু জনমের মিলন সাগরে আমরা দুজনে ভেসেছি।
তোমারে ভালবেসেছি।
আমি তোমারে ভালবেসেছি, চিরসাথী হয়ে এসেছি।

আমি যে জলসাঘরের বেলোয়াড়ী ঝাড়,
নিশি ফুরালে কেহ চায় না আমায় জানি গো আর।

আমি যে আতর ওগো আতরদানে ভরা,
আমারই কাজ হলো যে গন্ধে খুশী করা,
কে তারে রাখে মনে ফুরালে হায় গন্ধ যে তার।

হায় গো কি যে আগুন জ্বলে বুকের মাঝে,
বুঝেও তবু বলতে পারি না যে,
আলেয়ার পিছে আমি মিছেই ছুটে যাই বারে বার।

আমি লুকাতে পারিনি অশ্রুলেখা
তোমার মুখের পানে চেয়ে।
আজ শবরীর মত রিক্ত ললিতা,
কি গান শোনাব বল গেয়ে?
আমি লুকাতে পারিনি অশ্রুলেখা
তোমার মুখের পানে চেয়ে।

অন্ধ আবেগে ভাল যে বেসেছি
বন্ধ দুয়ারে নীরবে এসেছি।

BANGLADARSHAN.COM

অন্ধ আবেগে ভাল যে বেসেছি
বন্ধ দুয়ারে নীরবে এসেছি।
ফিরে চলে গেছি তাই রাত্রির কাছে
তোমার সাড়া না পেয়ে।
কি গান শোনাব বল গেয়ে?

রাত্রির যত শিশির বিন্দু
পৃথিবীকে ঢেকে রাখে
সে ত আমার দুঃখ, তোমার স্মরণে,
আমি ভালবাসি যাকে।
গন্ধ ছড়ায়ে চলে যে গিয়েছি
যা ছিল আমারই সবই ত দিয়েছি।
দূরে সরে গেছি আজ যাত্রীর ভিড়ে,
অনেক বেদনা সয়ে।
কি গান শোনাব বল গেয়ে?
আমি লুকাতে পারিনি অশ্রুলেখা
তোমার মুখের পানে চেয়ে।

আমি স্বপ্নে তোমায় দেখেছি
মোর নিশীথ বাসর শয্যায়।
মন বলে ভাল ভালবেসেছি
আঁখি বলিতে পারেনি লজ্জায়।
আমি স্বপ্নে তোমায় দেখেছি
মোর নিশীথ বাসর শয্যায়।
মন বলে ভাল ভালবেসেছি

BANGLADARSHAN.COM

আঁখি বলিতে পারেনি লজ্জায়।
আমি স্বপ্নে তোমায় দেখেছি –

জানি না এ কোন লীলাতে
মন চায় যে মাধুরী বিলাতে
জানি না এ কোন লীলাতে
মন চায় যে মাধুরী বিলাতে।
তবু পারিনি তোমারে ভোলাতে
মধুর বধুর সজ্জায়।
মন বলে ভাল ভালবেসেছি
আঁখি বলিতে পারেনি লজ্জায়।
আমি স্বপ্নে তোমায় দেখেছি –

সুন্দর এই মায়া তিথিতে
মন তুমি ছাড়া কিছু জানে না।
সুন্দর এই মায়া তিথিতে
মন তুমি ছাড়া কিছু জানে না।
যেন এ আবেশ কোনদিন ভাঙে না।
জানি না তো এই ফাগুনে
আমি জ্বলে মরে কিসের আগুনে।
জানি না তো এই ফাগুনে
আমি জ্বলে মরে কিসের আগুনে।
এ কোন খুশীর বিজুরী
শিহরে তনুর মজ্জায়।
মন বলে ভাল ভালবেসেছি
আঁখি বলিতে পারেনি লজ্জায়।
আমি স্বপ্নে তোমায় দেখেছি
মোর নিশীথ বাসর শয্যায়।
মন বলে ভাল ভালবেসেছি
আঁখি বলিতে পারেনি লজ্জায়।
আমি স্বপ্নে তোমায় দেখেছি –

BANGODARSHAN.COM

আর যে পারি না সহিতে।
সীমাহীন পথে ক্লান্তি আমার কত হবে আর বহিতে।

পথ চেয়ে চেয়ে দীপ নিভে আসে আমি কাঁদি আর নিয়তি যে হাসে।
ধূপের মতন জ্বেলেছি নিজেরে তিলে তিলে শুধু দহিতে।

এত যে ডেকেছি এত যে কেঁদেছি ওগো দিলে না তো সারা এ হৃদয় তাই
পাষাণে বেঁধেছি ওগো।
শুধু পলে পলে ঝরে গেছে মালা আমি জানি মোর বুকে কি যে জ্বালা।
তোমার আলোয় নিলে না তো ডেকে আঁধারেই দিলে রহিতে।

আর ডেকো না সেই মধু নামে যাবার লগনে।
কিশোর বেলায় যে নামে ডাকিতে
কেন ডাক মোরে যাবার লগনে।

তোমারই আঘাতে ঝরেছে যে মালা,
ভুলিতে দিওগো মোরে তারই স্মৃতি জ্বালা।
নয়ন কোনে মোর সজল বরষা
থাক না গোপনে যাবার লগনে ---
তোমারই আঘাতে ঝরেছে যে মালা
ভুলিতে দিও গো মোরে তারই স্মৃতি জ্বালা।

BANGLADARSHAN.COM

নয়ন কোণে মোর সজল বরষা থাক না গোপনে।
আর ডেকো না সেই মধু নামে –

যদি গো মাধবী চাঁদ ওঠে কোন রাতে,
খুঁজোনা আমায়; মন যদি চায় সে কি পায়।
মালার শপথ লাগি বলো না আমারে
কাঁদাও কেন গো তুমি ভালবাস যারে।
তোমারে চাহিয়া তবু বেদনা সহেছি
সারাটি জীবনে –
আর ডেকো না – আর ডেকো না।

আরও কিছু রাত তুমি জাগতে যদি
দেখতে গো সব তারা জ্বলছে।
মিষ্টি কথাও চাঁদ বলতে জানে
তুমি শুনতে পেলে না।
আরও কিছু রাত তুমি জাগতে যদি
দেখতে গো সব তারা জ্বলছে।
মিষ্টি কথাও চাঁদ বলতে জানে
তুমি শুনতে পেলে না।

একটু পরে ওই নদী কূলে কূলে জোয়ার পেল।
একটি সাগর জল রঙে ঐ ছবি রাঙিয়ে গেল।
একটু পরে ওই নদী কূলে কূলে জোয়ার পেল।
একটি সাগর জল রঙে ঐ ছবি রাঙিয়ে গেল।
তাই আমি জেগে জেগে একা একা দেখি তুমি দেখতে এলে না।
তাই আমি জেগে জেগে একা একা দেখি তুমি দেখতে এলে না।

BANGLADESHAN.COM

আরও কিছু রাত তুমি জাগতে যদি
দেখতে গো সব তারা জ্বলছে।
মিষ্টি কথাও চাঁদ বলতে জানে
তুমি শুনতে পেলে না।

মন থেকে অনুরাগ আনতে আনতে আনতে,
পড়লে যে তুমি ঘুমিয়ে পারলে না কিছু জানতে।
মন থেকে অনুরাগ আনতে আনতে আনতে,
পড়লে যে তুমি ঘুমিয়ে পারলে না কিছু জানতে।
একটু ছোঁয়ায় কোন আশা মনে মনে সত্যি হতো
একটু শোনায় কোন কথা লাগতো যে সোনার মতো।
একটু ছোঁয়ায় কোন আশা মনে মনে সত্যি হতো
একটু শোনায় কোন কথা লাগতো যে সোনার মতো।
ভাবনার পথে পথে চুপিচুপি তুমি তারে জানতে গেলে না।।
ভাবনার পথে পথে চুপিচুপি তুমি তারে জানতে গেলে না।
আরও কিছু রাত তুমি জাগতে যদি
দেখতে গো সব তারা জ্বলছে।
মিষ্টি কথাও চাঁদ বলতে জানে
তুমি শুনতে পেলে না।

আহত পাখী কি করে গাহিবে গান
তার বুকের রুধিরে দিন হল অবসান।

তার শূন্য নীড়ের হাহাকার কেউ শোনে না –
তার পথ চেয়ে ওগো কেউ আর দিন গোনে না।
তার করুণ উদাস অসহায় ভীরু প্রাণ
কি করে গাহিবে গান।

BANGODARSHAN.COM

তার থরথর ঠোঁটে এক ফোটা জল কে দেবে –
তার হৃদয়ের ব্যথা সমব্যথী হ'য়ে কে নেবে?
হায় চোখের আঁধার চারিধার করে ম্লান
কি করে গাহিবে গান।
আহত পাখী কি করে গাহিবে গান।

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে। ---২
আয় রিমঝিম বরষার গগনে রে।
কাঠ ফাটা রোদের আগুনে,
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে আয়রে।

হায় বিধি বড়ই দারুণ
পোড়া মাটি কেঁদে মরে
ফসল ফলে না।
হায় বিধি বড়ই দারুণ

হায় বিধি বড়ই দারুণ
ক্ষুধার আগুন জ্বলে
আহার মেলে না।
হায় বিধি বড়ই দারুণ
কি দেব তোমারে
নাই যে ধান খামারে
মোর কপালগুণে
কি দেব তোমারে
নাই যে ধান খামারে
মোর কপালগুণে রে।
কাঠ ফাটা রোদের আগুনে।

BANGLADARSHAN.COM

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে আয়রে।

এই জীবন মাটির মতন।
ফুলে ফলে ভরিতে চায় সবার কামনা,
এই জীবন মাটির মতন।

এই জীবন মাটির মতন।
স্নেহ বিনা শুখায়ে যায় সাধের সাধনা
এই জীবন মাটির মতন।
আয়রে মেঘমায়া দে
শ্যামল করিয়া দে
তোর মন্ত্রগুণে।
আয়রে মেঘ মায়া দে
শ্যামল করিয়া দে
তোর মন্ত্রগুণে রে।
কাঠ ফাটা রোদের আগুনে।
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে আয়রে।

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা
সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে,
চঞ্চল পাখনায় উড়ছে।
নিঃসীম ঘননীল অম্বর
গ্রহতারা থাকে যদি থাক নীল শূন্যে।
হে কাল, হে গম্ভীর,
অশান্ত সৃষ্টির প্রশান্ত মন্থর অবকাশ,
হে অসীম উদাসীন বারোমাস!

BANGLADARSHAN.COM

চৈত্রের রৌদ্রের উদ্দাম উল্লাসে
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা।

দুপুরের রৌদ্রের নিঃঝুম শান্তি শান্তি
নীল কপোতাক্ষীর কান্তি।
এক ফালি নাগরিক আকাশে
কালজয়ী পাখনার চঞ্চল প্রকাশে –
নীল কপোতাক্ষীর কান্তি।
হে কপোত পারাবত, পায়রা
যে-দিকে দুচোখ যায়, দেখা যায় যদ্দুর
শুধু শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা।
চৈত্রের রৌদ্রের উদ্দাম উল্লাসে
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা।

এ গানে প্রজাপতি পাখায় পাখায় রঙ ছড়ায়
এ গানের রামধনু তার সাতটি রঙের দোল ঝড়ায়।

সীমানা ছাড়িয়ে যাই যে হারিয়ে
গানে আমার কে যে দিলো সুর
সে তো জানিনা।

আমার এ গান সুনীল সাগর কূলে
মুকুতা খোঁজে শুধু যে ঝিনুক তুলে।
লা– লা– লা– লা–

BANGLADARSHAN.COM

সে কার বাঁশীতে চায় সে হাসিতে
কাছে আমার আসে কেন দূর?
সে তো জানিনা।

এই মধুরাত শুধু ফুল পাপিয়ার,
এ মায়ারাত শুধু তোমার-আমার।

মায়াবী চাঁদের সনে
চামেলী জাগিছে বনে
ফাগুন খুলিয়া দিলো প্রাণের দুয়ার।

দু'টি হিয়া চুপি চুপি এলো কাছাকাছি,
প্রেম বলে দু'জনার মাঝে আমি আছি।

হৃদয়ের এই চাওয়া
নিবিড় করিয়া পাওয়া
এ-জীবনে কোনোদিন নহে ভুলিবার।

এ রাত বড় নিলাজ – সয়না দেরী সয়না
তৃষ্ণায় ভরা এ রাত সুরায় শুধু হয়না আ –
লুটে নাও – হো – হো – হো – হো লুটে নাও

BANGODARSHAN.COM

পেয়ালাটা থাক পড়ে বুকে তুলে নাও মোরে
মিছামিছি রাতটাকে কেন যেতে দাও
লুটে নাও – হো – হো – হো – হো লুটে নাও!

কামনার ফুল বাগানে ধরেছে কলি
এস ওগো মৌ-পিয়াসী চতুর অলি
মদিরা মদিরা মেশা এ মধুতে আরো নেশা
অধরে অধর দিয়ে – ও রাজাবাবু পান করে যাও – যাও
লুটে নাও – হো – হো – হো – হো লুটে নাও!

আলোগুলো দাও নিভিয়ে আধারই ভালো
চেয়ে চেয়ে এই দু চোখে জোছনা ঢালো।
দু হাতে জড়িয়ে ধরে আমাকে তোমার করে
রেশমি ওড়নাটাকে ও বাবুজি দাও খুলে দাও – দাও
লুটে নাও – হো – হো – হো – হো লুটে নাও!

এ রাতের নাই তুলনা
কখনো বা গন্ধে, কখনো আনন্দে
কবিতারই ছন্দে – বলে ভূলো না।

দুটি আঁখি পাতা যেন ঘুমে মাখা
নেশাতে যে মেশা কানে কানে ডাকা।
মুখে কথা আধো লাজে বাধো বাধো
যে বাঁধনে বাঁধো – তারে খুলো না।

BANGODARSHAN.COM

শুধু মাঝে মাঝে বাজু বন্ধ বাজে
আবেশে যে কাঁপে ভীরু ভরা লাজে।
লগন যে হলো, লোকলাজ ভোল
দোলো বধূ দোলো – দোলে ঝুলনা।

এ শুধু গানের দিন
এ লগন গান শোনাবার।
এ তিথি শুধু গো যেন দখিন হাওয়ার।

এ লগনে দুটি পাখি
মুখোমুখি নীড়ে জেগে রয়,
কানে কানে রূপকথা কয়।
এ তিথি শপথ আনে হৃদয় চাওয়ার।

এ লগনে তুমি আমি
একই সুরে মিশে যেতে চাই,
প্রাণে প্রাণে সুর খুঁজে পাই।
এ তিথি শুধু গো যেন তোমায় পাওয়ার।

এই গান গাওয়া মোর নয় গো অকারণে
যেন স্বপ্ন আমার সফল হবে এই যে শুভক্ষণে।
গান গাওয়া মোর নয় গো অকারণে।

BANGODARSHAN.COM

দখিনা হাওয়া ফুলের কানে
এ কোন সুরের আবেশে আনে, ফুলের কানে!
কিসের ছোঁয়া লাগলো, আজি, আমার উতল মনে।
স্বপ্ন আমার সফল হবে এই যে শুভক্ষণে।
গান গাওয়া মোর নয় গো অকারণে।

তোমার আমার মিলন বাঁশী, শোনো গো ওই বাজে,
তাই শুনে কি সেজেছে মন, নববধূর সাজে !

হৃদয় বলে শঙ্খ বাজা,
এসেছে তোর মনের রাজা – শঙ্খ বাজা।
সেই কি তুমি দিলে সাড়া প্রাণের নিমন্ত্রণে।
স্বপ্ন আমার সফল হবে এই যে শুভক্ষণে।
গান গাওয়া মোর নয় গো অকারণে।

এই ফাগুনে ডাক দিল কে?
ও আমার স্বপ্ন-আবেশে ভরা মন নিল যে।
আমার মন কে পরিয়ে মালা কাছে এল যে,
সোনা আলো হাসিতে, ফাল্গুনী বাঁশীতে, ডাক দিল কে?

আজ মালঞ্চে মোর বুঝি হয়েছে ভোর,
আহা প্রাণের গোলাপে এত রঙ দিল কে?
ও আমার স্বপ্ন-আবেশে ভরা মন নিল যে।
ও আমার স্বপ্ন-আবেশে ভরা মন নিল যে।

ও তার ভালোবাসায় আমি রূপসী তাই
মরি আমায় দেখেছি আমি তারই দুই চোখে।
আমার মন কে পরিয়ে মালা কাছে এল যে,
সোনা আলো হাসিতে, ফাল্গুনী বাঁশীতে, ডাক দিল কে?
– ডাক দিল কে?

BANGLADARSHAN.COM

ও আমার স্বপ্ন-আবেশে ভরা মন নিল যে।
ও আমার স্বপ্ন-আবেশে ভরা মন নিল যে।

এই তো আমার প্রথম ফাগুন বেলা
কেন তবে ওই আকাশের নীলে
শ্রাবণ মেঘের খেলা।

আমি তো জানি নি আগে,
দখিনা গানে পাখীর কূজনে ব্যথা ভরা সুর জাগে
সাজানো হলো না ফুলের বাসর
ভাঙিল ফুলের মেলা।
এই তো আমার প্রথম ফাগুন বেলা।

ওগো প্রেমের রাখাল কাঁদে কেন তব বাঁশী?
চাওনা কি তবে একবার একবার আমি হাসি!
আমি তো পাবো না ক্ষমা,
ভুল করে শুধু এ জীবনে আমি ভুলই করেছি জমা।
আঁধারে হারানো এ পথে আমার
পাথেয় যে অবহেলা।
এই তো আমার প্রথম ফাগুন বেলা।
এই তো আমার প্রথম ফাগুন বেলা।

এই ভাল আছি বেশ একলা।
ডেকো না, না-না, না-না,
সেধো না, না-না, না-না,

BANGLADARSHAN.COM

কোরো না আমার আকাশ মেঘলা।

যে নদীর নেই কোন নাম
যে ফুলের নেই কোন দাম
রয়েছি তাদের নিয়ে
এ কদিন যেমন ছিলাম।
থাক না পদ্মদীঘির ধারে ধারে
নীল পাখীদের জটলা।

এ আমার মান করা নয়
তুমি আর ভুল বুঝো না,
আগেকার কথা তুলে
হারানো মন খুঁজো না।
আজ আমার ছোট্ট ঘরে,
কত না জোছনা ঝরে।
দুচোখে মিষ্টি মধুর
কত না স্বপ্নে ভরে
সেখানে মিথ্যে কেন আনো ওগো
বৃষ্টি কয়েক পশলা।
যাবো না, না-না, না-না,
ডেকো না, না-না, না-না,
কোরো না আমার আকাশ মেঘলা।
এই ভাল আছি বেশ একলা।

একটি ছোট্ট দ্বীপ সমুদ্রে ঘেরা চারিধার
যেখানে শব্দ শুধু অশান্ত ঝড়ের হাওয়ার
যেমন চায় না হতে কোন দিনও আমার এমন
জীবনকে ভালবেসে গান হোক আমার জীবন।

BANGODARSHAN.COM

যেখানে স্তব্ধ হয়ে বনকে ভাবায় ফুলের মিছিল
আলো আর মেঘ নিয়ে রঙ বদলায় আকাশের নীল
আসলকে বেছে নিক সেখানে আমার দু'নয়ন।

যেখানে স্বপ্ন সাধ ভেঙে ভেঙে যায় না মেটা ব্যথায়
চলার আবেগ পথ হারায় শুধু জটিল ধাঁধায়
সেখানে আশার গীত গেয়ে যাক আমার চারণ।

ও কথা বলবো না শুনবো না রে –
ভুলেছি সব গিয়ে বলিস তারে।
ও কথা বলবো না শুনবো না রে –
ভুলেছি সব গিয়ে বলিস তারে।
আমি যে মরেছি তারই তরে।
ভালোবাসাতে আর মরবো না রে।
ও কথা বলবো না শুনবো না রে –
ভুলেছি সব গিয়ে বলিস তারে।

প্রেমে কি যাতনা নিশি পোহাবে না
দিবসে ভাবনা যাবে না রে।
কেঁদে কেঁদে একা মুছবে কাজল রেখা
চোখে দেবে দেখা বরষা রে।
প্রেমে কি যাতনা নিশি পোহাবে না
দিবসে ভাবনা যাবে না রে।
কেঁদে কেঁদে একা মুছবে কাজল রেখা
চোখে দেবে দেখা বরষা রে।

BANGODARSHAN.COM

ও কথা বলবো না শুনবো না রে –
ভুলেছি সব গিয়ে বলিস তারে।

সে যেন না আসে ভালোবাসিতে
যাবো না যাবো না কলঙ্ক নিতে।
সে যেন না আসে ভালোবাসিতে
যাবো না যাবো না কলঙ্ক নিতে।
এ নব যৌবনে জ্বলে অকারণে
রাখিনি তো মনে বাসনা রে।
যেন কি না পেয়ে দিয়েছি হারিয়ে
সরিয়ে নিয়েছি আপনারে।
এ নব যৌবনে জ্বলে অকারণে
রাখিনি তো মনে বাসনা রে।
যেন কি না পেয়ে দিয়েছি হারিয়ে
সরিয়ে নিয়েছি আপনারে।
ও কথা বলবো না শুনবো না রে –
ভুলেছি সব গিয়ে বলিস তারে।
আমি যে মরেছি তার ই তরে।
ভালোবাসাতে আর মরবো না রে।
ও কথা বলবো না শুনবো না রে –
ভুলেছি সব গিয়ে বলিস তারে।

ও নিরুপম সুন্দর মন তুমি আছ নয়নে।
ও রূপ দেখে সাধ যে মেটে না আরো দেখার সাধ জাগে।
তোমারই মত সুন্দর গো কে আছে এ ভূবনে।

সূর্য্যমুখীর বুকে যেমন জাগে আলোর পিয়াসা,
তুমিই জানো আমার প্রাণে লুকিয়ে আছে কি আশা।
সাধ জাগে সাজাতে তোমায়, মোর প্রণয়ের চন্দনে।

BANGLADARSHAN.COM

পূজার ডালায় ফুল রেখেছি, মনও আমার ফুল হলো
কোন কুসুমে গাঁথবো মালা তুমি প্রিয় আজ বলো।
একসাথে দুলবো দুজনে, সুখ-দুখেরই ঝুলনে।
সুন্দর নিরুপম গো!
ও রূপ দেখে সাধ যে মেটে না আরো দেখার সাধ জাগে।

ও নীল নীল পাখী, কারে যাস ডাকি ডাকি।
শুধু রাতদিন তুই রঙীন রঙীন
সুরের ফাঁদ পেতে কারে যে চাস পেতে
তুই জানিস না কি।

তুই কি আমারই মত প্রাণ মন
কারও নয়ন দেখে হারালি।
কুল মান তোর সবই গেল
তুই অকূল কূলে এসে দাঁড়ালি।
হায় হায়রে মন পাখী তোরে কে দিল ফাঁকি
বুঝি তোর নাহি কিছু বাকি।

তুই কি আকাশের নীলে নীল
নাকি বিরহ গরল বিষে নীল
গান সেকি কান্নারই ছল তোর
জীবন মরণেরই সামিল।
হায় হায় তবু আশা,
হায়রে ভালবাসা, বোঝে না অন্ধ তার আঁখি।

BANGLADARSHAN.COM

ও বক্ বক্ বক্ বকম্ বকম্ পায়রা তোদের রকম-সকম দেখে
মুখ টিপে যে হাসছে ভোরের আকাশটা দূর থেকে।

খোলা হাওয়ায় ওই যে আলোর ঝরণা ঝরানো
রঙ বেরঙের নতুন খুশীর মাতন ছড়ানো
শুনিস না কি মিষ্টি সুরে বলছে ওরা ডেকে
পাখনা মেলে আয়না চলে বাঁধন ফেলে রেখে।

নোটন নোটন পায়রা তোরা ঝোঁটন বেঁধে নে
নে হারিয়ে যাওয়া সুরে প্রাণের বাঁশী সেধে নে।
একটু আরাম একটু সুখের মিথ্যে আশাতে
যেচে কেন বন্দী থাকিস ছোট্ট বাসাতে।
যা চলে যা অবাধ ডানায় স্বপ্ন চোখে এঁকে
অথৈ নীলে নতুন দিনের সোনালী রোদ মেখে।

ওগো মোর গীতিময়,
মনে নাই সে কি মনে নাই।
সেই সাগর বেলায় ঝিনুক খোঁজার ছলে,
গান গেয়ে পরিচয়, ওগো মোর গীতিময়।

আমি দিনু পূজা প্রথম প্রণয় ফুলে
ঝিনুকের মালা খোঁপা হতে দিনু খুলে।
তুমি কপোল চুমিয়া বলেছিলে প্রিয়
প্রেমের হবে গো জয়।
সেই সাগর বেলায় ঝিনুক খোঁজার ছলে,
গান গেয়ে পরিচয়, ওগো মোর গীতিময়।

BANGODARSHAN.COM

জীবনের বিহগী সমবেদনার ব্যথার অশ্রু নিয়া
দিকে দিকে ফেরে তোমাকে খুঁজিয়া
তুমি কোথায়, তুমি কোথায়।
বিদায়ের ক্ষণে কাঁদিয়া শুধানু যবে,
দূরে গেলে হায় আমারে কি মনে রবে।
তুমি বলেছিলে এই আঁখির আড়াল
মনের আড়াল নয়।
সেই সাগর বেলায় ঝিনুক খোঁজার ছলে,
গান গেয়ে পরিচয়, ওগো মোর গীতিময়।
ওগো মোর গীতিময়।

ওগো সিঁদুর রাঙা মেঘ!
কি দেখছ যমুনায়?
বল কি দেখছ যমুনায়?
রাই আমাদের করছে সিনান
লজ্জা পাবে হায়।
ওগো সিঁদুর রাঙা মেঘ!

ওগো ময়ূর আর কি কোথাও
নেই কোন ঠাঁই নেই লাজের বালাই?
ওগো ময়ূর আর কি কোথাও
নেই কোন ঠাঁই নেই লাজের বালাই?
ও তুই নাচ দেখাবার ছল করে
কি দেখিস নিরালায়।
রাই আমাদের করছে সিনান
লজ্জা পাবে হায়।

BANGLADARSHAN.COM

ওগো সিঁদুর রাঙা মেঘ!

বল গো কেমনে রাই বসন ছাড়ে?
হায়! বেলা চলে যায়, যাবে সে যে অভিসারে।
বল গো কেমনে রাই বসন ছাড়ে?
ওগো হরিণ কেন রে তোর
আঁখির তারা আজ পলকহারা?
যদি শ্যাম জানতে পারে
বাঁধবে তোরে শিকল দিয়ে পায়।
রাই আমাদের করছে সিনান
লজ্জা পাবে হায়।
ওগো সিঁদুর রাঙা মেঘ!

ওরে আয় ওরে আয় আয় আয় –
আমাদের ছুটি ছুটি চল নেব লুটি
এই আনন্দ ঝরণা, সোনা ঝরা খুশী ভরা
মিষ্টি আলোর ওড়না।
সারেগা রে গা রেগা মাপা মাপা ধানি ধানিসা গারেসা
আমাদের ছুটি ছুটি চল নেব লুটি
ওই আনন্দ ঝরণা।

ওই সাত রঙ রামধনু থেকে
প্রজাপতি রঙ মেখে মেখে,
ফুলে ফুলে স্বরলিপি লেখে
গাপামা রেমাগা ধানিসা।
সারেগা রে গা রেগা মাপা মাপা ধানি ধানিসা গারেসা
আমাদের ছুটি ছুটি চল নেব লুটি

BANGLADARSHAN.COM

ওই আনন্দ ঝরণা।

ওই দূরে রাখালী সুরে যে বাঁশী
পাহাড়ে তুলেছে ঢেউ রে, পাহাড়ে তুলেছে ঢেউ।
নীল সবুজের কোলে দোলে দোদুল দোলে
শিখে তো নে না রে কেউ।
ওই নীল পাখী মিল খুঁজে ফেরে
গানে গানে তোর প্রাণে যে রে।
দুচোখে আকাশ ভরে নে রে।
গাপামা রেমাগা ধানিসা
সারেগা রে গা রেগা মাপা মাপা ধানি ধানিসা গারেসা।

ওরে সকল সোনা মলিন হোলো কালো সোনার চেয়ে।
আমার মন ভরেছে কোল ভরেছে যাদুরে মোর পেয়ে।

পলকে প্রমাদ গণি হারালে নয়ন মণি
শত সূর্য্য থাকতে চোখে আঁধার আসে ছেয়ে।
শত চন্দ্র উদয় হলে আঁধার আসে ছেয়ে।

কে পেয়েছে হেন রতন এমন মাণিক আর কি আছে।
মা ডাকিলে হৃদয় আমার উথলি পাথলি নাচে।
চোখে চোখে রাখি তাই ভাবনার শেষ নাই।
নিমেষ বরষ হয় চাঁদ মুখে চেয়ে।
ও মোর বরষ নিমেষ হয় চাঁদ মুখে চেয়ে।
আমার মন ভরেছে কোল ভরেছে যাদুরে মোর পেয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

(এটি অন্তরাল ছবিতে গাওয়া রাগপ্রধান গানের বন্দিশ
পরে এটিকে সরগম যোগ করে প্রকাশ করা হবে)

কথা না বলে যেওনা, যেওনা যেওনা চলে, কথা না বলে
এ মধুরাতে থেকো বধূ সাথে তনুমন যেন অনুক্ষণ দোলে।

কাঞ্চন কাঞ্চন পাহাড়ে,
আহা রে বাহারে পলাশ লালে লাল।
(ও) আজ নয় কাল নয় করে ও
সরে ও দূরে ও থাকবে কত কাল।
রঙীন ওর চোখ ভরা জল ভিজিয়ে দিল গাল,
ভিজিয়ে দিল গাল।
কাঞ্চন কাঞ্চন পাহাড়ে, আহা রে বাহারে –

ও ও ও পরবের দিন গরবের দিন
পায়ে পায়ে ঘোরে ফেরে ওই।
উরান বাইরান হয়রে আনচান
পোড়া মন বশে এল কই।
মুখ ফিরিয়ে তিরতিরিয়ে
বইছে ঝোরা খুশীতে মাতাল।

কথা রাখ যা রে, মিঠুয়া বাতাস (রে),
খুঁজে খুঁজে দেখ না, যদি আজ তার দেখা পাস।
ও ও ও ভাবতেও সুখ, দুরু দুরু বুক
যদি তার মনে পড়ে যায়।
এই কান্নার চুনি পান্নার

BANGLADARSHAN.COM

রঙ তার মনে ধরে যায়।
চিকন পাতার লিখন যে তার
নজর এড়ায়, এমনই কপাল।
আজ নয় কাল নয় করে ও
সরে ও দূরে ও থাকবে কত কাল।
রঙীন ওর চোখ ভরা জল ভিজিয়ে দিল গাল,
ভিজিয়ে দিল গাল।
কাঞ্চন কাঞ্চন পাহাড়ে, আহা রে বাহারে –

কি মিষ্টি দেখো মিষ্টি কি মিষ্টি এ সকাল।
সোনা ঝরছে, ঝরে পড়ছে কি মিষ্টি এ সকাল।

নীল পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়
আলোর আভায় লাল হয়েছে মিষ্টি এ সকাল।

সুর ঝর্ণা মানা মানে না
ডানা মেলে যায় উড়ে ময়না।
মন পবনের দোলা লাগছে
কি মিষ্টি এ সকাল।

আমি শুনছি শুধু শুনছি
কানে মোহনের বাঁশী শুনছি।
প্রেম যমুনার তীরে বসে বসে
মিলনের দিন গুনছি।

BANGLADARSHAN.COM

মন ভোমরা কেন গায় না
মন যারে চায় কেন পায় না।

দূরে দূরন্ত মোরে ডাকছে
কি মিষ্টি এ সকাল।

কিছু আর কহিব না গো প্রিয়
শুধু স্মরণ পাথেয় করিয়া লব।

ছোট ছোট ছিল স্বপ্ন আমার ছন্দে ভরা।
বয়ে যেত নদী দুরন্ত দুরন্ত ছুটন্ত ধারা।
তারই দুটি আঁখিতারা আমারই আকাশে ছিল
শুকতারা ধ্রুবতারা।
যদি তুমি সবই ভুলিয়া যাও,
অবহেলে মোরে চলিয়া যাও,
ভুলিয়া যাও কিছু চাহিব না।

রিমি ঝিমি ঝিমি ঝিল্লি বাজাত যে নূপুর,
জেগে জেগে থাকা ঘুমন্ত ঘুমন্ত ঝুমন্ত দুপুর,
অন্তরে অন্তরে কি জানি কি মন্তরে,
ভরিয়া যেত যে সুর।
গুন গুন গুন গাহিয়া গান।
না বলা কথা যে পেত গো প্রাণ,
হলে অবসান, আর গাহিব না।

BANGOBARSHAN.COM

কিছু খুশী কিছু নেশা ভরা
এই সুন্দর আলো-ঝরা বেলাতে
মন যেন গুনগুন করে গো
মন হারানোর এই খেলাতে।

একটি ফুলের মধু গন্ধে আর
বাতাসের আনমনা ছন্দে
কে যেন আমায় আজ ডেকে যায়
ভেসে যাই স্বপ্নের ভেলাতে।

আলো-হাসি ভালোবাসি তাই কি
শুধু আলো আরও আলো চাই কি?
মাধবী ও মধুপের মিতালি
প্রাণে মোর রচে নব গীতালি।
আপনারে আজ যাই ভুলে যাই
হাসি জাগে ফাগুনের মেলাতে।

(তুমি না হয় রহিতে কাছে –)
কিছুক্ষণ আরও না হয় রহিতে কাছে;
আরো কিছু কথা না হয় বলিতে মোরে।
এই মধুক্ষণ মধুময় হয়ে না হয় উঠিত ভরে।

সুরে সুরভিতে না হয় ভরিত বেলা
মোর এলোচুল লয়ে বাতাস করিত খেলা।

BANGODARSHAN.COM

ব্যাকুল কত না বকুলের কুঁড়ি রয়ে রয়ে যেত ঝরে।
ওগো, না হয় রহিতে কাছে।

কিছু নিয়ে দিয়ে ওগো মোর মনোময়,
সুন্দরতর হত না কি বল একটু ছোঁয়ার পরিচয়।
ভাবের লীলায় না হয় ভরিত আঁখি,
আমারে না হয় আরও কাছে নিতে ডাকি;
না হয় শোনাতে মরমের কথা মোর দুটি হাত ধরে।
ওগো, না হয় রহিতে কাছে।

কে তুমি আমারে ডাকো
অলখে লুকায়ে থাকো
ফিরে-ফিরে চাই দেখিতে না পাই।

মনে তো পড়ে না, তবুও যে মনে পড়ে
হাসিতে গেলে কেন হৃদয় আঁধারে ভরে।
সমুখের পথে যেতে পিছনে টানিয়া রাখো
ফিরে ফিরে চাই, দেখিতে না পাই।

নতুন অতিথি দাঁড়ায়ে রয়েছে দ্বারে,
তবু ফিরাতে হবে তারে – ফিরাতে হবেই তারে।
ভুল করে মালা যদি দিতে চাই কারো গলে,
কেন কাঁপে হাত বলো বাধা পাই পলে পলে।
আমার এ আকাশ শুধু মেঘে মেঘে কেন ঢাকো
ফিরে-ফিরে চাই, দেখিতে না পাই।

BANGLADARSHAN.COM

কে প্রথম চাঁদে গেছে বলতো নাম---
নীল আমর্ষ্ট্রং আমর্ষ্ট্রং এভারেষ্ট কে জয় করেছে আগে
তেনজিং নোরগে---তেনজিং ---তেনজিং ---লা লা লা ---লা লা লা---

বন্দেমাতরম মন্ত্র কে শেখালো বল দেখি ? ঋষি বঙ্কিম, ঋষি বঙ্কিম
জয়হিন্দ বলে ডাক দিলো কে ? নেতাজী নেতাজী
আমারই বোন আমারই ভাই কে বলেছে ---স্বামীজী ---স্বামীজী
আমরা তেমন কিছু করলে আমাদেরও লোকে মনে রাখবে
ইতিহাসে নাম লেখা থাকবে--- লা লা লা

সব চেয়ে নাম করা ফুটবলে ---পেলে , ব্রাজিলের পেলে--- পেলে পেলে পেলে
চৌখস খেলোয়ার ক্রিকেটে কে ? সোবার্স গারফিল্ড সোবার্স লা লা লা ----

বিশ্বের মন জয় করলো কে, সেতারে সরোদে---
বল দেখি--- রবিশঙ্কর, আলি আকবর ।
মোনালিসা ছবি আঁকা কার তুলিতে --- লিওনাদো লিওনাদো দা ভিঞ্চি
পপ সঙ গায় কারা দেশ বিদেশে বলো দেখি বিটল্স বিটল্স ---
আমরা তেমন কিছু করলে আমাদেরও লোকে মনে রাখবে ---
ইতিহাসে নাম লেখা থাকবে লা-- লা---লা---

BANGLADARSHAN.COM

কেন এ হৃদয় চঞ্চল হল
কে যেন ডাকে বারে বারে
কেন, বল কেন?

আমি ফুল দেখেছি,
ফুল ফুটতে কখনো দেখি নি।
আজ মনে হয় এই শিহরণ,
এই বুঝি ফুটলো আমার কলি।

কেন এ কণ্ঠে এলো গান
কেন, বল কেন?
এ এক মধুর নেশা যেন
কেন, বল কেন?

কি যে সুর শুনেছি
সুর ভুলতে এখনও পারি নি;
আজ মনে হয় গান হয়ে মোর
তাই বুঝি ফুটছে কথার কলি।

কোনো কথা না বলে গান গাওয়ার ছলে,
এই যে সুরের সাথী জুটলো তাতে ক্ষতি কী হলো?
বিনা আমন্ত্রণে আজ চোখের কোণে,
ওই যে অবুঝ হাসি ফুটলো তাতে ক্ষতি কী হলো ?

আকাশে যে মেঘ ছিল এত দিন
আজ কেন সে হলো স্বপ্ন রঙীন?
দেখি তারই বুকে কোন মধুর সুখে
সাতরঙা রামধনু উঠলো তাতে ক্ষতি কী হলো?

BANGODARSHAN.COM

এতো বাঁধন নিল নয়ন দেখে যায় তবু যদি স্বপ্ন
তাতে দায়ী কে বলো?
কেউ কি জানে কোন সে দিনে আসবে কখন শুভলগ্ন?
ওগো কেউ কি জানে
হার মেনে যদি মেলে রত্নমালা –
জয় করে চাইনা এ কাঁটার জ্বালা।
কিছু পাওয়ার আগে – মধু অনুরাগে
এই যে বাধা টুটলো – তাতে ক্ষতি কী হলো ?

গভীর রাতে জাগি খুঁজি তোমারে
দূর গগনে প্রিয় তিমির-পারে।

জেগে যবে দেখি বঁধু তুমি নাই কাছে
আঙিনায় ফোটা ফুল ঝরে পড়ে আছে
বাণ-বেঁধা পাখী সম আহত এ প্রাণ মম
লুটায়ে লুটায়ে কাঁদে অন্ধকারে।

মৌনা নিঝুম ধরা ঘুমায়েছে সবে,
এস প্রিয় এই বেলা এস নীরবে।

কত কথা কাঁটা হয়ে বুকে আছে বিঁধে
কত অভিমান কত জ্বালা এই হৃদে।
দেখিবে এস গো প্রিয় কত সাধ ঝরে গেল,
কত আশা মরে গেল হাহাকারে।

BANGLADARSHAN.COM

গহন রাতি ঘনায়, জানি না যাব কোথায়।
নিভে গেছে বাতি, নাহি কোন সাথী,
তবু জানি আমার বুকের পাঁজর জ্বেলে,
তোমায় খুঁজে পাব।
ওগো আমার সাধের বীণার সোনার তার,
ছিন্ন হয়ে তুমি গানে মিশেছ আমার।
সে গান ফুরাল, সে সুর হারাল
তবু জানি নীরব বীণার ব্যথার মাঝে,
তোমায় ফিরে পাব।

আধো ফোটা কলি অলি আসার আগে,
ঝোড়ো হাওয়া যে এল, লুটাল ধূলির মাঝে,
মহাকাল এসে দলে গেল শেষে।
তবু জানি হাজার ফুলের ফোটার মাঝে
তোমায় আবার পাব।

গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু
আজ স্বপ্ন ছাড়াতে চায়
হৃদয় ভরাতে চায় – গানে মোর।

মিতা মোর কাকলি কুহু
সুর শুধু যে ঝরাতে চায়
আবেশ ছড়াতে চায় – প্রাণে মোর।

মৌমাছিদের গীতালি
পাখায় বাজায় মিতালি

BANGLADARSHAN.COM

মীড় দোলানো সুরে আমার
কণ্ঠে মালা পরাতে চায়।
হায় মিতা মোর কাকলি কুহু
সুর শুধু যে ঝরাতে চায়
আবেশ ছড়াতে চায় – প্রাণে মোর।

বাতাস খোলা খেয়ালী শোনায় কি গান হেঁয়ালী
কে জানে গো কে জানে গো
তার বাঁশী আজ কি সুর প্রাণে ভরাতে চায়।
হায় মিতা মোর কাকলি কুহু
সুর শুধু যে ঝরাতে চায়
আবেশ ছড়াতে চায় – প্রাণে মোর।

গুন গুন মন ভ্রমরা
কোথা যাস কিসেরই তরা?
কেন আর মিছে এ ফুল সে ফুল করা।
আকাশে রঙ ধরেছে, নদী দুই কূলে ভরেছে
এসেছে দারুণ ফাগুন আগুন ভরা।
গুন গুন মন ভ্রমরা
কোথা যাস কিসেরই তরা?
কেন আর মিছে এ ফুল সে ফুল করা।

লাল লাল পলাশের বনের ডাক শুনে কি
দিন দিন রজনী ছিলে কাল গুণে কি?
লাল লাল পলাশের বনের ডাক শুনে কি
দিন দিন রজনী ছিলে কাল গুণে কি?
হায় রে তোর বকুল শিমূল পারুল মরেছে
নীল নীল রঙ পারিজাতের পাপড়ি ঝরেছে।
এবার যে তোর সময় হল ঘরেতে ফেরার।

BANGLADARSHAN.COM

গুন গুন মন ভ্রমরা
কোথা যাস কিসেরই তরা?
কেন আর মিছে এ ফুল সে ফুল করা।
আকাশে রঙ ধরেছে, নদী দুই কূলে ভরেছে
এসেছে দারুণ ফাগুন আগুন ভরা।

গুন গুন গুঞ্জনের নেশায় সব ভুলেছ
দোল দোল দোলনায় দোদুল দোল দুলেছ।
গুন গুন গুঞ্জনের নেশায় সব ভুলেছ
দোল দোল দোলনায় দোদুল দোল দুলেছ।
এমনি দিন আর ক'দিন বাদ যাবে না
টলমল মল ফুলে মধুর স্বাদ পাবে না।
সময় তখন হবে দু চোখ ভরে যে কাঁদার।
গুন গুন মন ভ্রমরা
কোথা যাস কিসেরই তরা?
কেন আর মিছে এ ফুল সে ফুল করা।
আকাশে রঙ ধরেছে, নদী দুই কূলে ভরেছে
এসেছে দারুণ ফাগুন আগুন ঝরা।

গোধূলিবেলায় –
কি জানি কখন হারালো যে মন খেয়ালী খেলায়।
গোধূলিবেলায়।
গোধূলিবেলায় –
কি জানি কখন হারালো যে মন খেয়ালী খেলায়।
গোধূলিবেলায়।

সুদূর মেঘের সোনালী আভাস দেখেছে আমার আঁখির আকাশ।

BANGODARSHAN.COM

চলেছি কোথায় যে স্বপন ভেলায় চলেছি কোথায় স্বপন ভেলায়
হারালো যে মন খেয়ালী খেলায়।
গোধূলিবেলায় –

প্রথম ফুলের মাধুরী মিলায় মরমে কোন সুরভী বিলায়–
প্রথম ফুলের মাধুরী মিলায় মরমে কোন সুরভী বিলায়।
অজানা পথে আলো কে ছড়ায় ডাকে যে আমায় অচেনা মায়ায়
রঙের সুধায় ফাগুন মেলায়,
রঙের সুধায় ফাগুন মেলায় হারালো যে মন খেয়ালী খেলায়।
গোধূলিবেলায়।
গোধূলিবেলায় –
কি জানি কখন হারালো যে মন খেয়ালী খেলায়।
গোধূলিবেলায়।

ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা
এই মাধবী রাত
আসেনিতো বুঝি আর
জীবনে আমার।

এই চাঁদের তিথিরে বরণ করি ---২
ওগো মায়াভরা চাঁদ আর
ওগো মায়াবিনী রাত।

বাতাসের সুরে শুনেছি বাঁশী তার
ফুলে ফুলে ঐ ছড়ানো যে হাসি তার।

BANGODARSHAN.COM

সেই মধুর হাসিতে হৃদয় ভরি
সেই চাঁদের তিথিরে বরণ করি।

সব কথা গান সুরে সুরে যেন
রূপকথা হয়ে যায়;
ফুল ঋতু আজ এলো বুঝি মোর
জীবনের ফুলছায়।
কোথায় সে কত দূরে জানি না ভেসে যাই।
মনে মনে যেন স্বপ্নের দেশে যাই;
আজ তাই তো জীবনে বাসর গড়ি
এই চাঁদের তিথিরে বরণ করি।

চন্দন পালঙ্কে শুয়ে একা একা কি হবে,
জীবনে তোমায় যদি পেলাম না।
শ্বেত পাথরের রাজপ্রাসাদে থেকে আর কি হবে
জীবনে তোমায় যদি পেলাম না।

নহবত সানাই বাজাক
মণিহার কণ্ঠ সাজাক
আজ আমার ফুলে ছোঁয়া
চতুর্দোলা যাক বা না যাক
আগুনের ফুলকি ঝরা
আতশবাজির উৎসবে কি হবে?
জীবনে তোমায় যদি পেলাম না।

শুনি যে জয়ধ্বনি চারিধারে
কাঁদে এই শূন্য হিয়া হাহাকারে।
মধুরাত স্বপ্ন ঝরাক আতরের গন্ধ ভরাক

BANGLADARSHAN.COM

আজ আমার বরণ ডালা হাজার দিকে আলো ছড়াক।
সোনার এই মুকুট পরে
অভিষেকের গৌরবে কি হবে?
জীবনে তোমায় যদি পেলাম না।

চম্পা চামেলী গোলাপেরই বাগে,
এমনি মাধবী নিশি আসেনি তো আগে।

চাঁপার আতর মেখে কোয়েলা উঠিছে ডেকে
পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা ভরা অনুরাগে।

যত কথা প্রাণে ছিল গীতি হয়ে যায়
সুর যেন মালা হয়ে কণ্ঠে জড়ায়।

হৃদয়ের কুঞ্জ মাঝে রাধার নূপুর বাজে
জীবনের মধুবনে মধুঋতু জাগে।

চরণ ফেলিও ধীরে ধীরে প্রিয় আমার সমাধি পরে।
দেখো মোর ঘুম ভেঙে যায়নাক যেন, যেন ক্ষণিকের তরে।
আমারও সমাধি পরে চরণ ফেলিও –

ফুল যদি কভু নাহি থাকে হায়, শুধু আঁখিবারি ফেলিও সেথায়
উতলা হাওয়ার পরশে যেমন, বন শেফালিকা ঝরে –
বন শেফালিকা ঝরে, আমার সমাধি পরে চরণ ফেলিও –

BANGODARSHAN.COM

আকাশে তখন ছায়া নামে যদি, সন্ধ্যা ঘনায় বনে
মনে কোরো দোঁহে দেখা হয়েছিল, সে কোন গোধূলি ক্ষণে।
আমার আঁধার সমাধিতে প্রিয়, তোমার প্রেমের দীপ জ্বেলে দিও।
ঝরা মালিকার পরিমল যেন থাকে,
তব হিয়া ভরে, আমার সমাধি পরে চরণ ফেলিও –
ধীরে ধীরে প্রিয় আমার সমাধি পরে।

চৈতী ফুলের কি বাঁধিস রাঙা রাখী –
চৈতী ফুলের কি বাঁধিস রাঙা রাখী।
প্রেমডোরে মোর হৃদয় পড়েছে বাঁধা
পড়েছে আঁখির ফাঁদে আঁখি।

কবরী সাজাস মিছে তোরা
মিছে এনে দিস ফুলতোড়া।
কবরী সাজাস মিছে তোরা
মিছে এনে দিস ফুলতোড়া।
আমি ফুলশরে দিয়েছি এ মন। ---২
বাসর শয়নে চোখে ডাকি।
প্রেমডোরে মোর হৃদয় পড়েছে বাঁধা
পড়েছে আঁখির ফাঁদে আঁখি।
চৈতী ফুলের কি বাঁধিস রাঙা রাখী –

ছিল কুঞ্জের ছায় কাক জোছনায় মিলনের আকুলতা। ---২
ছিল গানে গানে তৃষ্ণা জাগানো মন ছুঁয়ে বলা কথা।
কিশোর প্রণয় অভিসারে তনুর ফাগুন আজ খোঁজে কারে।---২
কুমকুম টিপ কি পরাস মোরে ----২
হিয়া অনুরাগে গেছে ঢাকি।
প্রেমডোরে মোর হৃদয় পড়েছে বাঁধা
পড়েছে আঁখির ফাঁদে আঁখি।
চৈতী ফুলের কি বাঁধিস রাঙা রাখী।

BANGLADARSHAN.COM

চোখে চোখে কথা কও মুখে কেন বল না। ---২
ফুলসনে ভ্রমরার এ কেমন ছলনা ----২
চোখে চোখে কথা কও মুখে কেন বল না।
চোখে চোখে কথা কও।

ফোটে যদি চাঁপা কলি, মুখচোরা কেন অলি
মন করে বলি বলি, বলা তবু হল না
হায় মন করে বলি বলি, বলা তবু হল না।
চোখে চোখে কথা কও মুখে কেন বল না।
চোখে চোখে কথা কও।

কোন কথা বলে না তো আকাশের ওই চাঁদ
চাতুরীর নামে তবু রটে যদি অপবাদ।
হায় শ্যাম করে মন চুরি দোষী ব্রজ ললনা।---২
চোখে চোখে কথা কও মুখে কেন বল না।
ফুলসনে ভ্রমরার এ কেমন ছলনা ----২
চোখে চোখে কথা কও মুখে কেন বল না।
চোখে চোখে কথা কও।

চোখের জলে যদি হয় ছোট্ট নদী –
চোখের জলে যদি হয় ছোট্ট নদী
ভাসিয়ে দিতাম তরী তোমায় স্মরণ করি।
চোখের জলে যদি –

BANGODARSHAN.COM

সেই সুখও নেই যে আমার কিছু তো নেই দেবার –
সেই সুখও নেই যে আমার কিছু তো নেই দেবার,
মিছে শুধু কাঁদি।
চোখের জলে যদি হয় ছোট্ট নদী –
চোখের জলে যদি –

জ্বলে জ্বলে নিভল শিখা,
স্মৃতি হয়ে রইল শুধু একটি পত্রলেখা।

সময় হল যাবার কেমন করে আবার
সে যে সময় হল যাবার কেমন করে আবার
নিভবে মনের আঁধি।
চোখের জলে যদি হয় ছোট্ট নদী –
চোখের জলে যদি –
ভাসিয়ে দিতাম তরী তোমায় স্মরণ করি।
চোখের জলে যদি –

জলতরঙ্গ বাজে আনমনা সাজে,
কেন যেন হলো না রে কলস ভরা যে।
জলতরঙ্গ বাজে –

আকাশে নদীতে ছড়িয়ে ছড়িয়ে গেছে মন।
আঁখির পাখীর আকুলি বিকুলি সারাক্ষণ।
কি আমি চাই – কাকে বোঝাই,
বেলা যে কেটেছে কাজে অকাজে।

BANGODARSHAN.COM

কেন যেন হলো না রে কলস ভরা যে।
জল তরঙ্গ বাজে –

তাতা, থইয়া, থইয়া, দোলে পূরবইয়া, নাচে বরষা যে।
একেলা একেলা ভালো যে লাগে না কিছু আর।
এলে কি এলেনা কেবলি করেছি ঘর বার।
কি আমি গাই কাকে শোনাই।
নিজেকে নিয়ে যে মরি গো লাজে।
কেন যেন হলো না রে কলস ভরা যে।
জলতরঙ্গ বাজে আনমনা সাজে,
কেন যেন হলো না রে কলস ভরা যে।
জলতরঙ্গ বাজে –

জানিনা ফুরাবে কবে এই পথ চাওয়া,
ছল ছল আঁখি মোর জলভরা মেঘে যেন ছাওয়া।

পদধ্বনি শুনে তার আমি বারে বারে ছুটে যাই দ্বারে।
ভুল ভেঙে যায় আমারে কাঁদায়ে শুধু খেলা করে হাওয়া।

আকাশে উঠেছে ঝড় কান পেতে শুনি তার ভাষা।
তবে কি বেঁধেছি আমি বালুচরে বাসা?
বালুচরে বাসা?
দীপ বুঝি নিভে যায় মন নাহি মানে,
তবু তার পানে চেয়ে থাকি হায়,
সহিতে পারি না তার এই নিভে যাওয়া।

BANGLADARSHAN.COM

ঝরা পাতা ঝড়কে ডাকে, বলে তুমি নাও আমাকে;
আমায় কেন একটি বারও ডাকলে না।
লতা যেমন ফুল শাখাকে ভালবেসে জড়িয়ে থাকে,
আমার হয়ে তেমনি কেন থাকলে না।

সাগর দেখার ইচ্ছে নিয়ে তোমার নদী উতল হল।
হায়রে তবু ভুল ঠিকানায়, বালুর চরে মুখ লুকাল।
সেও তো যদি বৃষ্টি পেত, ফল্গু হয়ে বয়ে যেত।
আমায় কেন তোমার কাছে রাখলে না।
চাঁপাকলি যেমন ডাকে, চৈতি রাতের ঐ হাওয়াকে,
আামায় কেন একটি বারও ডাকলে না।

রাতের আঁধার ঘিরল তোমার সঙ্গীহারা আকাশটাকে।
লক্ষ তারা যতই জ্বলুক, দুঃখ তবু তার কি ঢাকে?
চাঁদকে যদি পেত বুকে, তবেই সে রাত জাগত সুখে।
কেন আমার সোহাগ রেণু মাখলে না।
ঝিনুক যেমন মুক্তোটাকে, বুকে করে ধরে রাখে,
আমায় কেন তোমার করে রাখলে না?
লতা যেমন ফুল শাখাকে ভালবেসে জড়িয়ে থাকে,
আমার হয়ে তেমনি কেন থাকলে না।
ঝরা পাতা ঝড়কে ডাকে –

BANGLADARSHAN.COM

ঠুন ঠুন কাঁকনে যে কি সুর বাজে রে! বাজে রে! বাজে রে!
মনের ময়ূরী মেলে দিল পাখা –
মনের ময়ূরী মেলে দিল পাখা লাজে রে! বাজে রে! বাজে রে!

ফুলে ফুলে জাগে রঙের হাসি, ভ্রমর কি সুরে বাজালো বাঁশী –
একি সাজে আজ ফাগুন সাজে রে!

মনে হয় কাছে যে এল কি দূর, প্রাণে মোর বাজে কি গানের সুর।
বারে বারে শুনি আড়াল থেকে, পাখীর গান হয়ে কে গেল ডেকে।
একি খুশী জাগে মনের মাঝে!

ডেকোনা বাঁশীতে শ্যাম ধরি দুটি পায়!
ডেকোনা বাঁশীতে শ্যাম ধরি দুটি পায়!
জল নিতে যাবো তার নেই যে উপায়।
ধরি দুটি পায়!
ডেকোনা, ডেকোনা!
ডেকোনা বাঁশীতে শ্যাম ধরি দুটি পায়!
ডেকোনা, ডেকোনা! ডেকোনা, ডেকোনা! ধরি দুটি পায়!

ও বাঁশী নাম ধরে এত রাতে ডাকে মোরে।
নাম ধরে – ও বাঁশী নাম ধরে এত রাতে ডাকে মোরে।
যাবো কি যাবো না ভেবে –
কি করি যে হায়।
ডেকোনা বাঁশীতে শ্যাম ধরি দুটি পায়!

BANGLADARSHAN.COM

তারা ঝিলমিল – স্বপ্ন মিছিল –
ঘুমে ঢুল ঢুল-ঢুল চম্পকছায় অলি জাগলো কি রে।
পাতা শিরশির – রাত্রি নিবিড়
শন শন যেন কোন রাজ্যের মেঘ হাওয়া ডাকছে ঘিরে।

এল কি শোনাতে কেউ আজ চোখে চোখে তার সব গান।
দিল কি হৃদয়ে ঢেউ দিল মনে মনে তার মন প্রাণ।
এল কি শোনাতে কেউ আজ চোখে চোখে তার সব গান।
দিল কি হৃদয়ে ঢেউ দিল মনে মনে তার মন প্রাণ।
তাই কি কানে কানে বলছে গানে গানে ছন্দ আনো প্রাণে মিল মিল।
তারা ঝিলমিল – স্বপ্ন মিছিল –
ঘুমে ঢুল ঢুল-ঢুল চম্পকছায় অলি জাগলো কি রে।
পাতা শিরশির – রাত্রি নিবিড়
শন শন যেন কোন রাজ্যের মেঘ হাওয়া ডাকছে ঘিরে।

শিরীষে শিমূলে দেখি আজ দোল দোল চাঁদ দোল খায়।
ভাবিনি যা কোনদিন সেই ভেবে ভেবে মন গান গায়।
শিরীষে শিমূলে দেখি আজ দোল দোল চাঁদ দোল খায়।
ভাবিনি যা কোনদিন সেই ভেবে ভেবে মন গান গায়।
স্বপ্ন ভেসে ভেসে আজ কি এল শেষে জমছে মনে এসে তিল তিল।
তারা ঝিলমিল – স্বপ্ন মিছিল
ঘুমে ঢুল ঢুল-ঢুল চম্পকছায় অলি জাগলো কি রে।
পাতা শিরশির – রাত্রি নিবিড়
শন শন যেন কোন রাজ্যের মেঘ হাওয়া ডাকছে ঘিরে।

তীর বেঁধা পাখী আর গাইবে না গান।
ভুলে গেছে জীবনের হাসি কলতান।

BANGLADARSHAN.COM

তীর বেঁধা পাখী আর গাইবে না গান।

হাসি ছিল গান ছিল সাথী ছিল সাথে,
বুঝিনি তো তীর ছিল নিয়তির হাতে।
দুদিনের মধুমেলা হল অবসান –
তীর বেঁধা পাখী আর গাইবে না গান।

বুকে লয়ে অভিমান, নীরব হয়েছে ভালবাসা।
চোখে তবু আসে জল অশ্রু যে ব্যথার ভাষা।
বুকে লয়ে অভিমান, নীরব হয়েছে ভালবাসা।
এ জীবনে মালা গেঁথে কেন ছিঁড়ে ফেলা
মনের আলাপটুকু সেও কি গো খেলা?
আমি যেন নেভা দীপ ব্যথা ভরা প্রাণ।
তীর বেঁধা পাখী আর গাইবে না গান।
ভুলে গেছে জীবনের হাসি কলতান।
তীর বেঁধা পাখী আর গাইবে না গান।

তুমি আমার চিরদিনের সুর,
আমি তোমার চিরদিনের।
কাছে আরো এলো যেন দূর,
তুমি আমার চিরদিনের।
আমায় চিরদিনের সেই গান বলে দাও,
আমার চিরদিনের সেই সুর বলে দাও।

যে সুরে রাত ওই কবিতায় কথা বলে,
যে সুরে তারা ওই ঘুম ঘুম চোখে জ্বলে,
যে সুরে বাঁশী ওই শ্রীমতীরে ডাকে আয় আয়।
আমায় চিরদিনের সেই গান বলে দাও।
আমায় চিরদিনের সেই সুর বলে দাও।

BANGLADARSHAN.COM

যে সুরে জীবনের স্বরলিপি লেখা আছে,
যে সুরে মমতায় দুটি মন আসে কাছে,
যে সুরে ঝরা ফুল দেবতার পায় স্থান পায় –
আমায় চিরদিনের সেই গান বলে দাও।
আমায় চিরদিনের সেই সুর বলে দাও।

তুমি কত সুন্দর কে যেন আমারে বলে যায় – তুমি কত সুন্দর!
জানি গো সে যে তুমি, সুন্দর করে দেখেছ তুমি আমায়।
কে যেন আমারে বলে যায় – তুমি কত সুন্দর!

বাতাসে আমি যে পেয়েছি, সেকি তোমার মালার গন্ধ?
তোমার বাঁশীতে বাজে কি, বলো আমার গানের ছন্দ?
বলো না – বলো না – তোমার ফাল্গুন এ জীবনে কারে চায়?
কে যেন আমারে বলে যায় – তুমি কত সুন্দর!

আজ বারে বারে মনে হয়, ছিল দোঁহে পরিচয় –
শুধু এ জনমে নয় – বারে বারে মনে হয়,
আমার দিবস রজনী শুধু তোমার আবেশে মগ্ন,
তুমি কি মাধবী নিশিথে বলো দেখেছ আমার স্বপ্ন?
আমার দিবস রজনী শুধু তোমার আবেশে মগ্ন।
বলো না – বলো না –
হৃদয় তোমার দোলে ভাবনায়, কে যেন আমারে বলে যায়।
তুমি কত সুন্দর!

BANGLADARSHAN.COM

তুমি তো জানো না আমার এ হাসিতে
কত ব্যথা ঢেকে রেখেছি।
তোমারে আমি যে আমার এ বাঁশীতে
কতবার কত ডেকেছি কত নামে কত ডেকেছি।

আকাশে যে রামধনু জাগে
তারে আকাশেই জানি ভাল লাগে।
মিছেই আমারই হৃদয়ে,
তারই রঙে ছবি এঁকেছি।

কত নদী মরুতে হারায়,
ছিঁড়ে যায় কত ফুলডোর।
না জ্বলিতে নেভে কত দীপ,
ওগো সেইটুকু সান্ত্বনা মোর।

পুড়ে মরে যদি প্রজাপতি
তাতে প্রদীপের কিবা বলো ক্ষতি
তাই নিজেরে লুকায়ে
কত ব্যথা ভুলে থেকেছি।

তুমি না হয় রহিতে কাছে –
কিছুক্ষণ আরো না হয় রহিতে কাছে,
আরও কিছু কথা না হয় বলিতে মোরে,
এই মধুক্ষণ মধুময় হয়ে না হয় উঠিত ভরে।

সুরে সুরভিতে না হয় ভরিত বেলা,
মোর এলো চুল লয়ে বাতাস করিত খেলা।

BANGODARSHAN.COM

ব্যাকুল কত না বকুলের কুঁড়ি রয়ে রয়ে যেত ঝরে।
ওগো না হয় রহিতে কাছে।

কিছু নিয়ে দিয়ে ওগো মোর মনোময়
সুন্দরতর হতো নাকি বলো একটু ছোঁয়ার পরিচয়।
ভাবের লীলায় না হয় ভরিত আঁখি –
আমারে না হয় আরো কাছে নিতে ডাকি।
না হয় শোনাতে মরমের কথা মোর দুটি হাত ধরে।
ওগো নাহয় রহিতে কাছে।

থই থই শাওন এল ওই শাওন এল ওই।
থই থই শাওন এল ওই।
পথহারা বৈরাগী রে তোর একতারাটা কই।
থই থই শাওন এল ওই।

ফুল ভরা কোন ভুল আঙিনায় হায় রে ও বাউল!
ও বাউল, ভিখ মাগনে গিয়েছিলি তুই কোন ভাঙনের কূল।
ও তুই কোন ভাঙনের কূল।
শাওন এল ওই।
থই থই শাওন এল ওই। ----২
পথহারা বৈরাগী রে তোর একতারাটা কই।
থই থই শাওন এল ওই।

কোন কাল চোখের বাদলে ভিজল গেরু বাস।
কোন শেফালীর শাখায় বেঁধে শুকিয়ে নিতে চাস।
কোন কাল চোখের বাদলে ভিজল গেরু বাস।

BANGODARSHAN.COM

কোন শেফালীর শাখায় বেঁধে শুকিয়ে নিতে চাস।
শাওন এল ওই।
থই থই শাওন এল ওই। ----২
পথহারা বৈরাগী রে তোর একতারাটা কই।
থই থই শাওন এল ওই।

বৈরাগী তোর অঙ্গ বেয়ে বাদল ঝরঝর্।
ও বাউল, বকুলবীথির ফুলবাগানে ভিজল কি অন্তর।
ও তোর ভিজল কি অন্তর।
শাওন এল ওই।
থই থই শাওন এল ওই।----২
পথহারা বৈরাগী রে তোর একতারাটা কই।
থই থই শাওন এল ওই।

শাওন গাঙের ভাঙন বেয়ে ঘট ভরে কাঁখে।
কোন বিজলী ডেকে গেল ঘোমটারই ফাঁকে।
শাওন গাঙের ভাঙন বেয়ে ঘট ভরে কাঁখে।
কোন বিজলী ডেকে গেল ঘোমটারই ফাঁকে।
শাওন এল ওই।
থই থই শাওন এল ওই। ----২
পথহারা বৈরাগী রে তোর একতারাটা কই।
থই থই শাওন এল ওই।

দিন নেই ক্ষণ নেই এখন তখন নেই
দূর থেকে সুর আনে হাওয়া।
মনে হয় পাখী আজ নতুন শিখেছে গান গাওয়া।
দিন নেই ক্ষণ নেই এখন তখন নেই –

BANGODARSHAN.COM

জোয়ার ভাটার যেন বাঁধাধরা পথ নেই
পাহাড়িয়া নদী আজ থামে না যে কিছুতেই।
এবারের বর্ষায় নতুন শিখেছে নদী মনে হয় এই ছুটে যাওয়া।
মনে হয় পাখী আজ নতুন শিখেছে গান গাওয়া।
দিন নেই ক্ষণ নেই এখন তখন নেই –

আকাশেতে রামধনু উঠেছে তো কত বার,
মেঘ সারি ভেসে গেছে হাওয়া ভরা পালে তার।
দেখিনি তো কোনদিন এমন সোনালী মেঘ নীলাকাশ এত রঙে ছাওয়া।
মনে হয় পাখী আজ নতুন শিখেছে গান গাওয়া।
দিন নেই ক্ষণ নেই এখন তখন নেই –

নিজেরই খেয়ালে আমি নিজে কেন খুশী হই
নতুন হয় গো পাখী মেঘ আর নদী ওই।
তবে কি প্রথম প্রেম জীবনে এসেছে আজ রঙীন করেছে চাওয়া পাওয়া।
মনে হয় পাখী আজ নতুন শিখেছে গান গাওয়া।
দিন নেই ক্ষণ নেই এখন তখন নেই –

নতুন গানের রঙীন খামে পাঠিয়ে দিলাম
তোমার নামে আজকে নিমন্ত্রণ
ও আমার বন্ধু চিরন্তন।

ভালবাসার সাজি আমার, স্মৃতির ফুলে ভরুক আবার
তোমার প্রাণের পরশ যে চায় আমার পরম শুভক্ষণ।

হাতে করে নাইবা কিছু আনলে তুমি আর
দু'চোখ ভরা খুশী তোমার সেই তো উপহার।

BANGLADARSHAN.COM

নাইবা কিছু আনলে তুমি আর।
প্রীতির ডোরে বাঁধবে যখন, আনন্দে আজ ভরবে ভুবন
তাই "স্বাগত" লিখলো কথা সুরের আলিম্পন।

নতুন সূর্য্য আলো দাও আলো দাও!
নতুন সূর্য্য আলো দাও আলো দাও!
স্বার্থের লোভে মিথ্যারে যেন করিনাক আশ্রয়।
সত্যের পথ হোক না দুঃখময়,
দুঃখ থাক, মিথ্যা যাক, আলো দেখাও।
সত্যের পথ মঙ্গল পথ তাই শেখাও।

মানুষেরে যেন বঞ্চনা করে নিজেরে করি না হীন।
অন্যায় যেন হার মানে চিরদিন।
অন্ধরাত কর প্রভাত –
অন্ধরাত কর প্রভাত আলো দেখাও।
মর্মে আমার শুভ্র প্রাণের ফুল ফোটাও।
নতুন সূর্য্য আলো দাও আলো দাও।
আঁধার মনের দিগন্তে আজ আলো দেখাও আলো দেখাও!

ননদিনী বোলো নগরে –
ননদিনী ননদিনী বোলো
ননদিনী বোলো নগরে
প্রতি ঘরে ঘরে –
ননদিনী বোলো নগরে।

BANGODARSHAN.COM

ওগো ডুবেছে রাই –
ওগো ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী
কৃষ্ণ-কলঙ্ক সাগরে।
ননদিনী বোলো নগরে –
বোলো নগরে।

কাজ কি গো কুল কাজ কি গোকুল –
আমার কাজ কি গোকুল কাজ কি গো কুল?
আমার প্রজাকুল সব হোক প্রতিকূল।
ওগো ডুবেছে রাই –
ওগো ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী
কৃষ্ণ-কলঙ্ক সাগরে।
ননদিনী বোলো নগরে –
ননদিনী ননদিনী –
ননদিনী বোলো নগরে –
বোলো নগরে।
ওগো ননদিনী – ননদিনী বোলো নগরে।
ননদিনী বোলো –
ননদিনী বোলো – নগরে নগরে ননদিনী –
ননদিনী বোলো নগরে।

নেপথ্যে: (জপ গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ রে।
আহা আনন্দ আনন্দ আনন্দ রে।)
নয়ন মোহন শ্যাম নয়ন ছাড়িয়া মোর
এস বঁধু থাক এ পরাণে।

শ্যাম সুধা রসে মোর, জ্বর জ্বর অন্তর
কানু ছাড়া আন নাহি জানে।

BANGODARSHAN.COM

কানু ছাড়া আন নাহি জানে।
ব্রজবল্লভ গোপীবল্লভ
রাধাবল্লভ বিনে আর নাহি জানে।
কানু ছাড়া আন নাহি জানে।

বঁধু গো তুমি অকলঙ্ক শশী হে আমার।
আমার কপালে বিধি, মিলায়েছে গুণনিধি
এমন বঁধূয়া আছে কার?

তুয়া অনুরাগে পিয়া, সকলি সমর্পিয়া
ও চরণ করিনু যে সার।
আমি সার করেছি।
ওই লাজ কুল মান ভাসায়ে দিয়ে
ও রাঙা চরণ সার করেছি।
ও চরণ করিনু যে সার।

আহা তুমি ছাড়া আর সুখ নাই।
(বঁধূ) তুমি যদি দাও সুধা ভেবে আমি হাসিয়া গরল খাই।

আমায় মালা করে গলে নাইবা রাখিলে রাখো শ্রীচরণতলে।
আমায় ছেড়োনা হে নাথ ভাসায়ে দিওনা ভব জলধির জলে।

নানা দেশ ঘুরে যেখানেই গান গেয়েছি
আমি দেখতে তোমায় পেয়েছি।

দেখতে পেয়েছি সেই দু'টি চোখ প্রথম সারির ভিড়ে
গানের পাখীকে ডাকে সে প্রাণের নীড়ে।
তোমার মনের সুরভি দিয়েই আমার এ মন ছেয়েছি।

জানিনা ঠিকানা আমি জানিনা তোমার নাম
তাই গান গেয়ে শেষ অনুরোধ জানালাম।

BANGLADARSHAN.COM

সেদিন গানের সভা থেকে
আর কোন ডাক আসবে না,
অচেনার মত হয়ে যাবে সব চেনা
শুধু সামনে দাঁড়িও একবার যেমন দেখতে চেয়েছি ।

নি সা গা মা পা নি সা রে গা,
গা, গারে পাখি গা।
সোনার শিকল দেবো, সোনার খাঁচা দেবো,
সোনায় ভরিয়ে দেবো গা।
নি সা গা মা পা নি সা রে গা,
গা, গারে পাখি গা।
সোনার শিকল দেবো, সোনার খাঁচা দেবো,
সোনায় ভরিয়ে দেবো গা।
নি সা গা মা পা নি সা রে গা –

ওরে আয়, বনে বনে ঘুরে কেন মরিস।
এ ডালে সে ডালে নেচে নেচে, মিছে ঘুরিস ফিরিস৷
আয়, বনে বনে ঘুরে কেন মরিস
এ ডালে সে ডালে নেচে নেচে, মিছে ঘুরিস ফিরিস৷
গা, রে সা নিধা পামা গারে সা –
নি সা গা মা পা নি সা রে গা,
গা, গারে পাখি গা।
সোনার শিকল দেবো, সোনার খাঁচা দেবো,
সোনায় ভরিয়ে দেবো গা।
নি সা গা মা পা নি সা রে গা –

আমি যে, বড়ই বড়ই একেলা
তোরে বিনা জীবনের কাটে না বেলা৷

BANGLADARSHAN.COM

আমি যে, বড়ই বড়ই একেলা
তোরে বিনা জীবনের কাটে না বেলা।
ওরে আয়, সুরে সুরে সুরভিত দে করে।
প্রাণের খাঁচায় এই শূন্যতারে, তুই দে রে ভরে।
আয় সুরে সুরে সুরভিত দে করে।
প্রাণের খাঁচায় এই শূন্যতারে, তুই দে রে ভরে।
গা – গা, রে সা নিধা পামা গারে সা –
নি সা গা মা পা নি সা রে গা,
গা, গারে পাখি গা।
সোনার শিকল দেবো, সোনার খাঁচা দেবো,
সোনায় ভরিয়ে দেবো গা।
নি সা গা মা পা নি সা রে গা –

নেব না সোনার চাঁপা কণকচাঁপা পেলে।
সোনাতেই খাদ মেলে গো ফুলে সুবাস মেলে।
না না না না না নেব না সোনার চাঁপা কণকচাঁপা পেলে।

যে বাতাস যায় গো ঝড়ের বেগে।
ঝরে ফুল, পড়ে আঘাত লেগে।
নদী যে হয় না গভীর –
নদী যে হয় না গভীর ঝর্ণা হয়ে গেলে।
না না না না না নেব না সোনার চাঁপা কণকচাঁপা পেলে।

দীপালির চেয়েও ভাল জোনাক জ্বালা রাত।
খোঁপাতে পদ্ম দিও চাই না চাই না – চাই না পারিজাত।
দীপালির চেয়েও ভাল জোনাক জ্বালা রাত।

BANGLADARSHAN.COM

যে দীপের আলোয় কাঁপন লাগে,
সে প্রদীপ নেভে সবার আগে।
চাই না বেদের বাঁশী –
চাই না বেদের বাঁশী মুখের হাসি পেলে।
না না না না না নেব না সোনার চাঁপা কণকচাঁপা পেলে।
সোনাতেই খাদ মেলে গো ফুলে সুবাস মেলে।
না না না না না –

পথ ছাড় ওগো শ্যাম কথা রাখ মোর।---২
এমন করে তুমি আঁচল ধরো না –
এমন করে তুমি আঁচল ধরো না শ্যাম,
এখনই যে শেষ রাত হয়ে যাবে ভোর।
পথ ছাড় ওগো শ্যাম কথা রাখ মোর।

পথ ছাড় ওগো শ্যাম কথা রাখ মোর।---২

রাত জেগে ঝরে গেছে অতসী ও কামিনী। ----২
রাত জেগে ঝরে গেছে কামিনী –
রাত জেগে ঝরে গেছে অতসী ও কামিনী।
এখনই না যাই যদি পোহাবে যে যামিনী।
মলিন বসন হেরি কি কহিবে সকলে। ---২
যেতে দাও শুকাল যে মধু ফুলডোর।
পথ ছাড় ওগো শ্যাম –

সারে মারে রেগা সা রেপা মাগা রেগা সা
রেমা পানি সা পানি সারে মাগা সারে নিসা
নিধা সা গা মাগা রে রেমা পানি সা পাধা মাপা
ধামা রেগা সারে নিসা –
পথ ছাড় ওগো শ্যাম কথা –

BANGLADARSHAN.COM

আ আ আ আ –
পথ ছাড় ওগো শ্যাম কথা রাখ মোর।

কে তুমি?
পাখি আর ফুল বলে কে তুমি কে গো তুমি বাঁশরী সুধায়।
ফাগুন কহিল রহি গন্ধে গানে আর সুরের ক্ষুধায়।

আমি মধু মলয়ার হিন্দোল,
লতা আর ফুলে ফুলে দিই দোল।
পলাশে পিয়ালে আমি জাগি রে, বিহগের গানের কুলায়।

সুধালো ভ্রমর করি গুন-গুন-গুন-গুন-গুন- গুন
কে বা তুমি আমি যে ফাগুন!
কৃষ্ণচূড়ায় সব শাখাতে, রঙের আগুন আসে জ্বালাতে।
করবীর অনুরাগে জাগি রে, ভালোবেসে ধরার ধূলায়।

পাখী জানে ফুল কেন ফোটে গো,
ফুল জানে পাখী কেন গান গায়।
রাত জানে চাঁদ কেন ওঠে গো,
চাঁদ জানে রাত কার পানে চায়।

সুর আছে তাই বুঝি বাঁশীতে
মন চায় সেই সুরে হাসিতে।

BANGODARSHAN.COM

নদী চায় সাগরে যে মিশিতে
সাগর নদীরে তাই কাছে পায়।

কেন তবে ওঠে ঝড় হায় হায় গো,
খেলাঘর কেন ভেঙে ভেঙে যায় যায় গো?
সীমার বাধনে আমারে বাধিতে চাও,
যত ব্যথা মোর নীরবে সহিতে দাও।
ধূলির যা আছে ধূলিতেই থাক পড়ে,
ঝরা মালা শুধু রেখে গেনু তব পায়।

পিয়া পিয়া পিয়া কে ডাকে আমারে
মায়াময় এই মধু সন্ধ্যায়।
যেন আবেশ জাগানো চোখে ছুঁয়ে যায়,
তনুমন মোর ভীরু ভাবনায়।
পিয়া পিয়া পিয়া কে ডাকে আমারে
মায়াময় এই মধু সন্ধ্যায়।

কে তুমি এলে গো মায়া দিঠি মেলে,----২
মিলনের ফুলশেজ সাজাতে?
প্রেম বেণু মন ছায় বাজাতে।
মোর ব্যাকুল বাঁশরী আজ কারে চায়।
সরমের ফুলদল জোছনায়।
পিয়া পিয়া পিয়া কে ডাকে আমারে
মায়াময় এই মধু সন্ধ্যায়।

যারে স্বপনে দেখি গো ধরা দিল সে কি---২
যৌবন মধুবন তিয়াসে।
দোলা দিল হিল্লোল বিলাসে।
মোর ব্যাকুল এ বাহুডোর কারে চায়,

BANGLADARSHAN.COM

জড়াতে সে মধুময় ইশারায়।
পিয়া পিয়া পিয়া কে ডাকে আমারে
মায়াময় এই মধু সন্ধ্যায়।

প্রজাপতি মন আমার পাখায় পাখায় রঙ ছড়ায়।
কে জানে কোন চঞ্চলতায় তোমার ফুলের মন ভরায়।
প্রজাপতি মন আমার পাখায় পাখায় রঙ ছড়ায়।

কপোতীর কানে কানে কপোত কথা কয়।
মৌমাছির গানে গানে পলাশ রাঙা হয়।
স্বপ্ন আসে তাই আবেশে তোমার চোখে ঘুম জড়ায়।
কে জানে কোন চঞ্চলতায় তোমার ফুলের মন ভরায়।
প্রজাপতি মন আমার পাখায় পাখায় রঙ ছড়ায়।

পিয়ালের শাখে শাখে ‘বউ কথা কও’ – ‘বউ কথা কও’ –
পিয়ালের শাখে শাখে বউ কথা কও ‘বউ কথা কও’ ডাকে
সারাবেলা ডাকে।
ঘুমপাড়ানী সুরে সুরে বাতাস আনে দোল।
সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে হৃদয় উতরোল।
মন কাঁদে সে সেই আবেশে তোমার বাঁশী সুর ঝরায়।
কে জানে কোন চঞ্চলতায় তোমার ফুলের মন ভরায়।
প্রজাপতি মন আমার পাখায় পাখায় রঙ ছড়ায়।

BANGLADARSHAN.COM

প্রভুজী, প্রভুজী, প্রভুজী তুমি দাও দরশন!
প্রভুজী তুমি দাও দরশন!
আশায় আশায় জেগে আছে দুটি পিয়াসী নয়ন।
প্রভুজী তুমি দাও দরশন!
জনমে জনমে আমি তোমারি
বারি আমি প্রভু তুমি চন্দন – দাও দরশন!
আশায় আশায় জেগে আছে দুটি পিয়াসী নয়ন।
প্রভুজী তুমি দাও দরশন!

কে আছে আমার বল জীবনে মরণে,
শরণ নিয়েছি তোমার এ চরণে।
কে আছে আমার বল জীবনে মরণে,
তুমি ছাড়া সুখ নাহি, তুমি ছাড়া কে আপন?
প্রভুজী তুমি দাও দরশন!
আশায় আশায় জেগে আছে দুটি পিয়াসী নয়ন।
প্রভুজী তুমি দাও দরশন!

তুমি ধ্রুবতারা পথের আঁধারে,
তব প্রেম জ্যোতি দেখাও আমারে।
মীরার প্রভু তুমি ওগো গিরিধারী নাগর
প্রভু তুমি মীরার প্রভু –
মীরার প্রভু ওগো গিরিধারী নাগর
তোমার আমার চির বন্ধন।
প্রভুজী তুমি দাও দরশন!
প্রভুজী তুমি দাও দরশন!

প্রেম তো জীবনে একবারই আসে হায়।
একই ফুল কভু যায় কি গো রাখা দুটি দেবতার পায়?
একবারই আসে হায় –

BANGODARS.COM

একই চাঁদ সে তো একই আকাশের তীরে,
প্রতি রজনীতে আসে শুধু ফিরে ফিরে।
একই নদী সে তো একটি সাগরে চিরতরে মিশে যায়।
একবারই আসে হায় –
প্রেম একবারই আসে হায় –

ছিল যে রাধার একই শ্যামরায়, শ্যামের একই সে রাধা –
ছিল যে রাধার একই শ্যামরায়, শ্যামের একই সে রাধা।
যুগ যুগ ধরে তুমি আর আমি একই সুরে আছি বাঁধা।
শত ফুল দিয়ে গাঁথা হয় একই মালা সে
বাঁধিলে মিলন, ছিঁড়িলে বিরহ জ্বালা।
একই সেতু সে যে নদীর দু-তীর বাঁধিয়া রাখিতে চায়।
একবারই আসে হায় –
প্রেম তো জীবনে একবারই আসে হায়।
একই ফুল কভু যায় কি গো রাখা দুটি দেবতার পায়?
একবারই আসে হায় –

ফাগুনের ডাক এলো যে তারই সাড়া পাই
আমি তারই সাড়া পাই।

রঙের মাধুরী নিয়ে ফুলেরা সেজেছে।
চাঁদের নয়নে স্বপন জেগেছে।
মন বলে ভালোবেসে মন দিয়ে যাই।

মন দিয়ে মন যদি না-ই পাওয়া যায়
কাজ কি তবে এই ভুলের খেলায়?

BANGLADARSTA.COM

স্বপ্ন বিলাসী ক্ষণিক এ নেশায়
মন আমার কোনদিন দেয় না সাড়া।
আমায় নিয়ে যে আমি ভুলে থাকি তাই।
মন বলে ভালোবেসে মন দিয়ে যাই।

ফুলে ঢাকা পাখী ডাকা সকালটা,
এই তুলি দিয়ে রঙ করা সকালটা।
পটে আঁকা ছবি হয়ে গেছে,
তাই দেখে মন যেন কবি হয়ে গেছে।

রেশমী রোদের ওই মাধুরী

ছোঁয়া আনে প্রাণে যেন যাদুরই।
ফুটে থাকা ফুলগুলো তোমারই
সুন্দর হাসি হয়ে গেছে।
তোমারই সেই কথাগুলো
ভ্রমরের গুঞ্জনে বাঁশী হয়ে গেছে।

সুখ বলে এ আবেশ মুছো না
পূর্বরাগের এ তো সূচনা।
খুশী যেন উড়ে চলা এক ঝাঁক
পাখীদের পাখা হয়ে গেছে।
দুচোখের অঙ্গনে বর্ণালী
স্বপ্ন আঁকা হয়ে গেছে।

BANGLADARSHAN.COM

ফুলের কানে ভ্রমর আনে স্বপ্ন ভরা সম্ভাষণ।
এই কি তবে বসন্তেরই নিমন্ত্রণ?
দখিন হাওয়া এলো ওই বন্ধ হয়ে,
তাই কি আজ
কণ্ঠ আমার জড়িয়ে ধরে
জানায় শুধু আলিঙ্গন।

ওই যে বনফুলের বন দোলে,
তাই কি আমারই মন দোলে?
দোলে গো মন দোলে।
পথিক পাখি যায় উড়ে যায়
কোন্ সে দূরে যায় গো যায়?
মুগ্ধ প্রাণে যায় যে এঁকে
পাখার ছায়ায় আলিম্পন।
আজ আমার কণ্ঠ ভরে সুর এল,
আর কাছে আরো আপন হয়ে দূর এল।
নতুন করে তাই যেন গো
আজ নিজেরে পাই যে পাই।
প্রাণে আমার পরশ ছোঁয়ায়
কিছু পাওয়ার শুভক্ষণ।

বন্ধু তোমার হৃদয় দোলানো গানে গো হিয়া দোলে
তোমারই ভাবনা কি যেন আবেশ আনে।
বন্ধু তোমার হৃদয়---

তুমিতো জানোনা আমারই রাতের তারা
ওগো সুন্দর তোমারই স্বপনে হয়েছে তন্দ্রাহারা

BANGODARSHAN.COM

জড়ালে প্রাণে মোর কোন মায়া ডোর
আকুল রসনা চেয়ে আছে তব পানে ।

রয়েছি জাগিয়া হৃদয় খুলে
অজানা সুরভি লেগেছে আমার প্রথম মালার ফুলে
জানিনা এ আমার কেন অতিসার মনের রাধিকা চলেছে বাঁশীর টানে

বাউরি হয়েছে আজ শ্রীরাধা।
শ্যামল বদন মেঘে, শ্যামরূপ দিতে জাগে।
কৃষ্ণ অণুতে তার – তনুটি বাঁধা।

নয়ন কাজল কোলে বিজলী খেলে,
নয়নানন্দ সাথে নয়ন মেলে।
চরণের মঞ্জীরে মত্ত ময়ূরী ফিরে,
মন পুর মন্দিরে – বেণুটি সাধা।

বাঁধো ঝুলনা
তমাল বনে এসো দুলি দুজনায়
ওগো সাথী মধুরাতি এলো – আহা নাহি তুলনা।

সুরে সুরে আজি মাধুরী ছড়ায়ে,
মালতী মালা দাও কণ্ঠে জড়ায়ে।
মায়া মিলন তিথি যেন ভুলোনা।

BANGODARSHAN.COM

দখিনা বাতাসে একি দোলা লাগে,
আবেশে হিয়া দুটি ভরে অনুরাগে।
প্রণয় রাখী যেন কভু খুলো না।

বাঁশী বাজবে না কেন রাধা নাচবে না কেন,
বর্ষাকালে ময়ূর যদি তা থই তা থই নাচে?
ফুল ফুটবে না কেন চাঁদ উঠবে না কেন?
মাতাল হয়ে ভ্রমর না হয় আসুক ফুলের কাছে।

ললিত বসন্ত রাগে বাঁশীতে যে সুর লাগে,
ললিতা বিশাখা সাথে চলে রাধা আজ রাতে,
হায় বাঁশী শুনে হয় যে মনে কৃষ্ণ যে তার আছে।

পরানে আনন্দ জাগে, দোলে তনু অনুরাগে,
কঙ্কন কিঙ্কিণী তোলে যে সুর রিনিঝিনি।
আহা রাধার মনের রঙ লেগেছে কৃষ্ণচূড়া গাছে।

বাঃ ছড়াটাতো বেশ, তারপরে কি? এইটুকুতেই মন ভরে কি?
উহু! না – না – মন ভরে না –
কি হলো, কি হলো কারো যে মুখে কথা সরে না
চোখের পলক আর কেন পড়ে না –
হা হা হা – হি হি হি কেউ হাসে না যে
আন্টির কাছে কেউ আসে না যে?

BANGODARSHAN.COM

হায় হায় হায় হায় – ছিটকে পড়লো ব্যাগ, চশমা, ছাতা
হাড়গোড় ভাঙলো যে, ফাটলো রে মাথা
ডেকে আন ডাক্তার – নয় তোরা শোন, অ্যাম্বুলেন্সকে কর তাড়াতাড়ি ফোন
বুঝি এই যাত্রায় নেই রক্ষে সর্ষে ফুল দ্যাখ চোখে
ওরে আন্টি রে! তোর যায় যায় প্রাণটি। এবার আমার ছড়াটা কেমন?

এ পটল তুলতে গিয়ে আন্টি ভুলে
এই কলার খোলটা ভাই ফেলেছে তুলে
এত সহজে সে হার মানে রে, পড়লে উঠতে হবে সে জানে রে।
পথটা যতই হোক হাজার পিছল ভাগ্যের সিঁড়ি বেয়ে চল উঠে চল।
ওরে আন্টি রে! ধর গলা ছেড়ে গানটি।

মধু মালতী ডাকে আয় ফুল ফাগুনের এ খেলায়।
মধু মালতী ডাকে আয় ফুল ফাগুনের এ খেলায়।
যুথী কামিনী কত কথা গোপনে বলে মলয়ায়।
মধু মালতী ডাকে আয় –

চাঁপাবনে অলি সনে আজ লুকোচুরি – গো লুকোচুরি।
আলো ভরা কালো চোখে এ কি মাধুরী – গো কি মাধুরী।
মন চাহে যে ধরা দিতে তবু সে লাজে সরে যায়।
মধু মালতী ডাকে আয় –

মালা হয়ে প্রাণে মম কে জড়াল – কে জড়াল।
ফুলরেণু মধু বায়ে কে ঝরাল – কে ঝরাল।
জানি জানি কে মোর হিয়া –
জানি জানি কে মোর হিয়া, রাঙাল রাঙা কামনায়।
মধু মালতী ডাকে আয় ফুল ফাগুনের এ খেলায়।

BANGLADARSHAN.COM

মধু মালতী ডাকে আয় –

মধু স্বপ্নে গড়া এক নতুন দেশে যদি যাই হারিয়ে,
বলো কিসের মানা?
আমরা যেথায় ফাগুন দিনের
পথিক পাখী হয়ে মেলব ডানা।

নয়কো সে দেশ নয় রূপকাহিনীর
সোনার মহল নেই চম্পাবতীর।
তবে লগ্ন এলে সেথা রাখাল ছেলের
রাজার মেয়ের সাথে হয়গো জানা।

সাগর পাখীর মত হাওয়ায় ভেসে,
না হয় মোরা পথ ভুলে বাধবো বাসা
সেই অচিন দেশে।

যেথা উচ্ছল রাত আর উজ্জ্বল দিন
মনের আকাশ হয় আবেশ রঙীন।
যেথা একটু চাওয়া আর অনেক পাওয়া
বলবো চুপি চুপি সেই ঠিকানা।
মধু স্বপ্নে গড়া এক নতুন দেশে যদি যাই হারিয়ে,
বলো কিসের মানা?
আমরা যেথায় ফাগুন দিনের
পথিক পাখী হয়ে মেলব ডানা।

BANGODARSHAN.COM

মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদমতলীতে।
আমি পথের মাঝে পথ হারালেম ব্রজে চলিতে।
কোন মহাজন পারে বলিতে।
মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদমতলীতে।

পোড়া মন ভুল করিলি চোখ তুলিলি পথের ধূলা থেকে।
রাই যে আমার রাঙা পায়ের ছাপ গিয়েছে রেখে।
পোড়া মন ভুল করিলি চোখ তুলিলি পথের ধূলা থেকে।
রাই যে আমার রাঙা পায়ের ছাপ গিয়েছে রেখে।
ঢুকলি ছেড়ে পথের ধূলো চন্দ্রাবলীর কুঞ্জগলিতে।
আমি পথের মাঝে পথ হারালেম ব্রজে চলিতে।
কোন মহাজন পারে বলিতে।
মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদমতলীতে।

অনেক আলোর ঘটা অনেক ছটা ঝলমল
আমার হাতের মাটির পিদীম লাজে নিভাইল।
অনেক আলোর ঘটা অনেক ছটা ঝলমল
আমার হাতের মাটির পিদীম লাজে নিভাইল।
এখন যে হায় গভীর আঁধার কোন পথে ঘাট বল ললিতে!
আমি পথের মাঝে পথ হারালেম ব্রজে চলিতে।
কোন মহাজন পারে বলিতে।
মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদমতলীতে।
মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদমতলীতে।

মরমী গো আজ মনের কথাটি বল না।
এ স্মৃতি ভুলো না এ মালা খুলো না।
ভুলোনা এ স্মৃতি ভুলো না এ স্মৃতি ভুলো না।
ভুলোনা এ স্মৃতি ভুলো না এ স্মৃতি ভুলো না।
মরমী গো আজ মনের কথাটি বল না।

BANGLADARSHAN.COM

এখনও কুলায় –
এখনও কুলায় পাখীরা ঘুমায় বাঁকা চাঁদ জেগে রয় গগন সীমায়।
আছে আরও গান সুধাভরা প্রাণ –
আছে আরও গান সুধাভরা প্রাণ দুলিছে ফুলেরই দোলনায়।
এ স্মৃতি ভুলো না এ মালা খুলো না।
এ স্মৃতি ভুলো না এ মালা খুলো না।
মরমী গো আজ মনের কথাটি বল না।

নিশি যে বিজন নীরব কূজন এসেছে যে প্রিয় বলে ডাকার লগন।
আধেক স্বপন আধো জাগরণ এ রাতের নাহি যে তুলনা।
এ স্মৃতি ভুলো না এ মালা খুলো না।
এ স্মৃতি ভুলো না এ মালা খুলো না।
মরমী গো আজ মনের কথাটি বল না।

মাটির প্রদীপ রয় যে চেয়ে নীল গগনে,
নয়ন মেলে সন্ধ্যাতারার নিমন্ত্রণে।

চোখের চাওয়ায় সাঁঝের হাওয়ায় সুর এলো,
কুলায় ফেরা পাখীরা সব গান পেলো।
মল্লিকা দল গন্ধ উতল আপন হারা আপন মনে
সন্ধ্যা তারার নিমন্ত্রণে নীল গগনে।

সাধের শিশির প্রাণ দুলিয়ে কয় –
মন মুকুরে ধরেছে চাঁদ আর সে দূরে নয়গো আর দূরে সে নয়।

সাগর হিয়ায় মিলায় নদী গান গেয়ে,
পেয়েছি যা ধন্য আমি তাই পেয়ে।
স্বপন ভরা নয়ন বলে
দেখা পেলাম শুভক্ষণে শুভক্ষণে।

BANGLADARSHAN.COM

মানসী সেজেছি আমি
মরমিয়া তুমি আসবে।
তোমার আমার প্রেমারুণ রাগে
ও ফুলে ফুলে মধু বাঁশী বাজবে।
ও ফুলে ফুলে মধু বাঁশী বাজবে।
মানসী সেজেছি আমি –

আমি হব ফাগুনের গীতি
তুমি হবে মোর শুভ তিথি।
আমি হব ফাগুনের গীতি
তুমি হবে মোর শুভ তিথি।
দুটি আঁখি পল্লবে আবেশের উৎসবে,
রঙে রঙে মঞ্জরী রাঙবে।
মানসী সেজেছি আমি –

খুলে গেছে স্বপনের এলোচুল
মন আর কবরী যে রচে না।
আমার এ ছন্দ বীণা আমার কণ্ঠে এসে –
আমার এ ছন্দ বীণা আমার কণ্ঠে এসে
হায় হায় কেন হল অচেনা।
এইটুকু হেঁয়ালীর মাঝে আপনারে আর ধরে না যে।
আজ মালা চন্দনে মধু অভিনন্দনে
ভালবাসা নিয়ে তুমি আসবে।
মানসী সেজেছি আমি
মরমিয়া তুমি আসবে।
তোমার আমার প্রেমারুণ রাগে
ও ফুলে ফুলে মধু বাঁশী বাজবে।
ও ফুলে ফুলে মধু বাঁশী বাজবে।

BANGLADARSHAN.COM

মানসী সেজেছি আমি –

মানুষের মনে ভোর হোলো আজ অরুণ গগনতল।
আলোকের শিশু ছুটে এসে বলে আলোক তীর্থে চল।

ওই নতুন যুগের সূর্য তোর নয়নে নয়নে জ্বালা
বাজে পরানে আশার সূর্য আর কণ্ঠে বিজয়মালা,
চিরযৌবন জাগেরে, জাগে চিরচঞ্চল।

মোরা স্বপ্ন দেখি যে আজ ওই সুন্দর হল ধরা,
(আর) মানুষের প্রেমে আজ মানুষের বুক ভরা।
ওরে সবার লাগিয়া প্রাণ রে আর সবার লাগিয়া গান,
তাই জীবনেরে ভালোবাসিয়া মোরা জীবন করিব দান।
মোরা দুখের কাঁটা ভোলায়ে ফোটাব কমল দল।

মায়াবতী মেঘে এল তন্দ্রা –
তুল তুল রাঙা পায়েতে ফুল ফুল বনছায়েতে
পলাশের রঙ রাঙালো কখন
চোখে সে স্বপন আঁকে।

গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ ফিরে এলো ওই ফাল্গুন –
পথিক মেয়ে হয় চঞ্চল কাঁকন বাজে ঠুন ঠুন ঠুন।

ছুন্ ছুন্ ছুন্ ছুন্ ঝুমুর বাজে কার রুমঝুম্ –

BANGLADARSHAN.COM

মহুল বনে মৌ দোল দোল দুনয়নে নেই ঘুম ঘুম।

মোর গান গুণগুণ ভ্রমরের মিঠে বোল
ঝুলনার ফুলশাখে আমি খেলি ফুলদোল।

আমি শুধু ভেসে চলি, সুরে সুরে কথা বলি
দুলে দুলে ভুলে তুলি বাতাসের হিন্দোল।

কোকিলেরা বলে মোরে, কোথা পেলে গান গো?
এ গান শেখাও যদি, দিতে পারি প্রাণ গো।
খেয়ালের হাওয়া আমি, কোথা নামি কোথা থামি
আমি যে খুশীর ঢেউ, অকারণে উতরোল।

মোর ভীরু সে কৃষ্ণকলি,
কেন ফুটিয়া ঝরিতে চায় রে?
কৃষ্ণ অলির গুঞ্জন শুনে
মরমে মরিতে চায় রে।

এই সংশয় কেন যায় না –
পেয়ে তবু মন পায় না –
মোর ফাগুনের বেলা অকারণে,
কেন শ্রাবণে ভরিতে চায় রে?

BANGLADARSHAN.COM

মিলন পিয়াসে সাজায়ে বাসর শয্যা
বলি বলি করি গোপন কথাটি বলিতে কেন গো লজ্জা!
কেন আঁধার শেষ হয় না?
এই জ্বালা আর সয় না
জয় করা মালা ভয়ে ভয়ে মন
কণ্ঠে পরিতে চায় রে।

যদি কাঁদতে পারতাম
তবে একটা বর্ষা হয়ে যেত।
যদি কাঁদতে পারতাম
তবে একটা নদী বয়ে যেত।

যদি হাসতে শিখতাম
তবে কোন বসন্তকে দেখতে।
যদি চলতে পারতাম
তবে কি আর অন্য পথে বেঁকতে।

যদি বলতে পারতাম
এই মন কি মনেই রয়ে যেত।

যদি জানতে চাইতে তবে আমার স্বপ্নটাকে বুঝতে।
যদি জ্বলতে পারতাম তবে কি আর অন্য প্রদীপ খুজতে।
যদি ভুলতে পারতাম এই মনটায় আঘাত সয়ে যেত।

BANGODARSHAN.COM

যদি চাঁদ আর সূর্য্য একই সাথে ওঠে
কে কার তুলনা হবে বল?
যদি মল্লিকা মাধবী একই সাথে ফোটে
কে কার তুলনা হবে বল?

দুটি পাখী একই গানে একই কথা কয়ে যায় –
দুটি নদী পাশাপাশি একই দিকে বয়ে যায় –
যদি মৌমাছি প্রজাপতি একই ফুলে জোটে,
কে কার তুলনা করে বল?

দুটি মন একই গানে একই মন হয়ে যাক –
দুজনের এ মিতালি চিরকালই রয়ে যাক –
যদি হাসি আর বাঁশী থাকে একই ঠোঁটে,
কে কার তুলনা হবে বল।

যদি নাম ধরে তারে ডাকি,
কেন সবুজ পাতারা যে সাড়া দেয়?
বনে বনে নব মঞ্জরী কেন ফুলে ফুলে ভরে যায়?
যদি নাম ধরে তারে ডাকি।
কেন সবুজ পাতারা যে সাড়া দেয়?
বনে বনে নব মঞ্জরী কেন ফুলে ফুলে ভরে যায়?
যদি নাম ধরে তারে ডাকি –

যদি ফাগুন ঘিরে গো আসে,
বাতাসে বাতাসে তারই সুরভি ভাসে।
যদি ফাগুন ঘিরে গো আসে,
বাতাসে বাতাসে তারই সুরভি ভাসে।
নামহারা জানিনা কোন পাখী;

BANGODARSHAN.COM

তারই গান গেয়ে আকাশ বাতাস ভরে দেয়।
যদি নাম ধরে তারে ডাকি –

মোর পাগল মনের এ নেশা
যা দেখে যা শোনে সবেতে যেন সে মেশা।
মোর পাগল মনের এ নেশা
যা দেখে যা শোনে সবেতে যেন সে মেশা।
দুই নয়ন ঘুমে মগন যখন –
দুই নয়ন ঘুমে মগন যখন
মোর ভুবনে শুধু স্বপন তবে কেন ছায়।
যদি নাম ধরে তারে ডাকি,
কেন সবুজ পাতারা যে সাড়া দেয়?
বনে বনে নব মঞ্জরী কেন ফুলে ফুলে ভরে যায়?
যদি নাম ধরে তারে ডাকি।

যদি ভুল করেই ভুল মধুর হলো
মন কেন মানে না।
কেন একটু ছোঁয়া দোলায় আমায়
কেউ তো জানে না।

আজ হারিয়ে যেতে তবে কিসের বাধা
যদি এ ভুল হলো গো ভালো,
আঁধারে সে যে আলো।
আহা তাই এ বাঁশী খুঁজে পায় কি হাসি
সুরে আজ পড়ে সে বাঁধা।

BANGODARSHAN

তবে ফাগুন কেন দেখেও আমায়
কাছে তার টানে না।

কেন সে আমায় আজ এমন করে
ডাক দিয়ে ঐ যায়।
তারই সুরে হৃদয় আমার
ব্যাকুল হতে চায় – চায় গো
ব্যাকুল হতে চায়।

এই একটু খুশী, এই একটু নেশা
কেন ভোলাল আমায়
আর দোলাল আমায়।
বলো এ কি মায়া মোর আঁখিছায়া
স্বপ্নে যেন মেশা।
তবু আমায় দেবার হৃদয় নিয়ে
কেন সে মালা আনে না।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলবন্ধু ঘোষ ১৯৭৪

যমুনা কিনারে রাত আঁধারে কার বাঁশি যেন ডাকে আমারে।
যমুনা কিনারে –
হারানো অতীতে স্মরণের পারে রাধা হয়ে মন চলে অভিসারে।
যমুনা কিনারে –

কখনো আকাশে পূর্ণিমা এলে, মালা দেবে কারে হাওয়া বয়ে গেলে। ---২
আমার হৃদয়ে সঞ্চরণের ভীরু রুনুঝুনু বাজে বারে বারে।
যমুনা কিনারে –

আজও মধুরাতে লহরীর খেলা দেখে মনে পড়ে গো হারানো সে বেলা।
আজও মধুরাতে লহরীর খেলা দেখে মনে পড়ে হারানো সে বেলা।

BANGLADARSHAN.COM

তমাল শাখাতে ময়ূর ময়ূরী এখনও যেখানে খেলে লুকোচুরি। ---২
আমার নয়নে স্বপনে স্বপনে দেখি যে সে ছবি রঙের বাহারে।
যমুনা কিনারে রাত আঁধারে কার বাঁশি যেন ডাকে আমারে।
যমুনা কিনারে –

রাগ যে আরও মিষ্টি তোমার অনুরাগের চেয়ে।
সাধ করে তাই তোমায় রাগাই ওগো সোনার মেয়ে।
রোদ ঝলমল আকাশ বল একটানা কি ভাল?
মন্দ তো নয় মাঝে মাঝে মেঘলা, মেঘলা আকাশ কালো।
তোমার সুরের মাঝে তাইতো উঠি বেসুরো গান গেয়ে,
ওগো সোনার মেয়ে।

অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে থাক না কিছু অভাব –
একটুখানি আড়ি আর সারা জীবন ভাব।
আমার ভুবন তোমায় পেয়ে আনন্দে যায় ছেয়ে –
ওগো সোনার মেয়ে।

রিনিঝিনি কিঙ্কিনি লাজে বাজে কে যায়।
তারে চিনি চিনি মনে হয় গো,
যুগে যুগে সে তো যায় গো,
জল নিতে যমুনায় হায় !!

BANGODARSHAN.COM

বাঁশরী বেজেছে ফাগুন সেজেছে
ময়ূরী নেচেছে ছন্দে,
জোছনা ঝরেছে আলো যে করেছে মন যে ভরেছে গন্ধে।
মৃদু মৃদু ভীরু পায় যায়
যুগে যুগে সে তো যায় গো,
জল নিতে যমুনায় হায় !!

সেই বাঁশি সেই নূপুর যেন দুটি মন
কখনও বিরহ আনে কখনও মিলন।

ফুটেছে কামিনী কামনা যামিনী,
চমকে দামিনী নয়নে।
সুখের নেশাতে মাধুরী মেশাতে
রবে সে গো সাথে শয়নে।
শুকসারি ওই গায় হায়,
রাধা সেজে মন যায় গো।
জল নিতে যমুনায় হায় !!

রিম ঝিম ঝিম ধ্বনি শুনি কার পায়, কে যায়।
ঘুম ঘুম ঘুম আবেশ ঝরা চোখে কে চায়।
চমকি ঠমকি চায়, রিম ঝিম ঝিম ধ্বনি –

তমাল বনে ডাকে পাপিয়া চকিত লাজে বিবশা হিয়া।
তমাল বনে ডাকে পাপিয়া চকিত লাজে বিবশা হিয়া।
বুঝি সে এল বুঝি এল না, বুঝি সে এল বুঝি এল না –
বেলা কি গেল মিছে আশায় আশায়।

BANGODARSHAN.COM

রিম ঝিম ঝিম ধ্বনি শুনি কার পায়, কে যায়।
ঘুম ঘুম ঘুম আবেশ ঝরা চোখে কে চায়।
চমকি ঠমকি চায়, রিম ঝিম ঝিম ধ্বনি –

বনহরিণী সেজেছে বুঝি মায়াকাননের অভিসারিণী –
ভীরু প্রণয়ের ব্রতচারিণী।
বনহরিণী সেজেছে বুঝি মায়াকাননের অভিসারিণী –
ভীরু প্রণয়ের ব্রতচারিণী।
না ফোটা কলি মৃদু পবনে সুরভি ঢালে রাখে না বনে।
না ফোটা কলি মৃদু পবনে সুরভি ঢালে রাখে না বনে।
তবু কি দ্বিধা কি যে ভাবনা অলখ রাগে দোলা লাগায় লাগায়।
রিম ঝিম ঝিম ধ্বনি শুনি কার পায়, কে যায়।
ঘুম ঘুম ঘুম আবেশ ঝরা চোখে কে চায়।
চমকি ঠমকি চায়, রিম ঝিম ঝিম ধ্বনি –

রুম ঝুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম ঝুম
নূপুর পায়ে কে যায় – যায় গো।
নূপুর পায়ে কে যায়।
ছুম ছুম ছুম ছুম ছুম ছুম ছুম ছুম
কাঁকন কে বাজায় – বাজায় গো।
কাঁকন কে বাজায়।

চলে যেন নাচে ময়ূরী। ---২
রূপ দেখে তার মরি মরি।
গাগরী ভরণে থমকি থমকি সে
ফিরে ফিরে কেন চায় চায় গো –
ফিরে ফিরে কেন চায়।
রুম ঝুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম ঝুম।

BANGODARSHAN.COM

নীল প্রজাপতি যেন মেলেছে পাখা। ---২
আঁচলে হংসমিথুন আঁকা।
নীল প্রজাপতি যেন মিলেছে পাখা।
মুখে তার কি যে হাসি,
মন যে চায় ভালবাসি।
মুখে তার কি যে হাসি,
মন যে চায় ভালবাসি।
রূপসী চকিত থমকি থমকি সে
চলে ভীরু ভীরু পায় পায় গো
চলে ভীরু ভীরু পায়।

রুম ঝুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম ঝুম
নূপুর পায়ে কে যায় যায় গো।
নূপুর পায়ে কে যায়।
ছুম ছুম ছুম ছুম ছুম ছুম ছুম
কাঁকন কে বাজায় বাজায় গো।
কাঁকন কে বাজায়।

শোন সখী বাঁশী কেন রাধা নামে ডাকে?
মন বলে কাছে গিয়ে দেখে আসি তাকে।
বাঁশী কেন ডাকে –
বাঁশী কেন ডাকে রাধা নামে ডাকে। ---২
বাঁশী কেন বারে বারে রাধা নামে ডাকে।
রাধা নামে ডাকে – ও বাঁশী কেন ডাকে।

কাজল এঁকেছি চোখে, নূপুর বেঁধেছি পায়।
যেতে তবু পারিনা যে, লোকে যদি জেনে যায়।

BANGLADARSTAN.COM

ও বাঁশী শুনে কি বল
ও বাঁশী শুনে কি বল ঘরে মন থাকে।---২
বাঁশী কেন ডাকে
বাঁশী কেন ডাকে রাধা নামে ডাকে। ---২
বাঁশী কেন ডাকে বাঁশী কেন ডাকে রাধা নামে ডাকে।
বাঁশী কেন বারে বারে রাধা নামে ডাকে। ---২
ও বাঁশী কেন ডাকে।
শোন সখী বাঁশী কেন রাধা নামে ডাকে?

সজনী গো কথা শোন,
যমুনা কুলুকুলু বহে না কেন?
সে কি মোরে ভুলে গেছে?
পাখীরা মৌন কেন?

সজনী গো কথা শোন
আঁখি পাতা কেন কাঁপে থর থর থর,
বিনা বাদলে বারি কেন ঝরে,
কেন ঝরে ঝর ঝর ঝর?
সে বুঝি আমারে ফেলে গেছে চলে।

যেখানে থাক, যত দূরে
জানি সে যে মিশে আছে মনে মনে মনে,
তারি তরে মোর আঁখি চেয়ে রবে –
চেয়ে রবে জানি ক্ষণে ক্ষণে,
তবু যে ভীরু এ মন কেন কাঁদের কেন?

BANGLADARSHAN.COM

সজনী গো সজনী দিন রজনী কাটে না
যা সখি বল তারে সে ঘাটে যেন আসে না।

নিশিদিন ঝনঝন ঝন বুকের বেদন,
সহে না, সহে না বাঁশীর বাদন।
নিশীথে ঘুম কেড়ে নেয়,
দিবসে কেবল কাঁদায়।
না না না আর যেন সে
মন তরীতে ভাসে না।
যা সখী বল তারে সে
ঘাটে যেন আসে না।

জানি সে এমন শমন
একদিন না হেরিলে
পোড়া মন করে কেমন।

ভয়ে মন দুর দুর দুর যখন তখন,
যদি সে, যদি সে ভোলে কখন।
আমারই আঙন দিয়া যদি সে আন বাড়ী যায়।

এ পোড়া হাল দেখে সে
মুখ টিপে আর হাসে না।
যা সখী বল তারে সে
ঘাটে যেন আসে না।

সবার চেয়ে দামী জানি যা পেয়েছি আমি
আমার এই ছোট্ট ঘরে অনেক ভালবাসা,
ছোট্ট মাটির টবে নানান ফুল ফোটানোর আশা।
তাকে যত্ন করে বুকে রাখি ধরে।

BANGLADARS.COM

বারান্দা এক চিলতে আমার দু'পা হেটেই শেষ
তাও ভালই লাগে বেশ সেখানেই সোনালী রোদ ঝরে
রূপালী জোছনা হেসে লুটিয়ে পড়ে
তাকে যত্ন করে বুকে রাখি ধরে।

এলে আর দিইনি যেতে বসন্তকে
রেখেছি লুকিয়ে তাকে মনে মনে চোখে চোখে
ছোট্ট আমার পিদিমটাকে যে বাড়ায় আলোর হাত
যখন নামে আধার রাত, দেখি সে জড়িয়ে সোহাগ ডোরে
রাতকে দেয় মিলিয়ে নতুন ভোরে,
তাকে যত্ন করে বুকে রাখি ধরে॥

হয়তো কিছুই নাহি পাব
তবুও তোমায় আমি দূর হতে ভালবেসে যাব।

যদি ওগো কাঁদে মোর ভীরু ভালবাসা,
জানি তুমি বুঝিবে না কভু তারই ভাষা।
তোমারই জীবনে কাঁটা আমি–
তোমারই জীবনে কাঁটা আমি কেন মিছে ভাব।

ধূপ চিরদিন নীরবে জ্বলে যায়,
প্রতিদান সে কি পায়?
ক্ষতি নাই অনাদরে যদি কভু কাঁদি,
আলো ভেবে যদি ছায়া বুকে বাঁধি।
পাবারই আশাতে তবু ওগো কিছু নাহি চাব।

BANGLADARSHAN.COM